NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের জন্মদিন ৭ অগষ্ট উপলক্ষে বিশেষ

অপহরণের ডেরা থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরল সুন্দরবনের তপোব্রত ৬

কলকাতা ৭ অগস্ট ২০২৩ ২১ শ্রাবণ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 7.8.2023, Vol.17, Issue No.58, 8 Pages, Price 3.00

‘অমৃত ভারত’-এ বঙ্গের ৩৭টি স্টেশন, ভার্চুয়ালি সূচনা মোদির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অমৃত ভারত প্রকল্পে ভোল বদলাবে দেশের পাঁচশোর বেশি স্টেশনের। তালিকায় রয়েছে এ রাজ্যের ৩৭ স্টেশন। রবিবার শিয়ালদা বিভাগে সাত স্টেশন সহ এই ৩৭ স্টেশনের ভার্চুয়ালি আধুনিকীকরণের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই প্রকল্পের আওতায় ২৭ রাজ্যে মোট ৫০৮ স্টেশনের পুনর্নির্মাণ হবে। ‘অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের’ অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ৩৭ রেলওয়ে স্টেশন পুনর্নির্মাণ করা হবে। রবিবার শিয়ালদা স্টেশনে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পূর্ব রেলের অধীনে শিয়ালদা ডিভিশনের সাতটি রেলস্টেশন অত্যাধুনিক সুবিধার সঙ্গে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। ভারতীয় বৈচিত্রকে গুরুত্ব দিয়ে সেজে উঠবে স্টেশনগুলি।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অত্যাধুনিক যাত্রী পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই স্টেশন গুলিকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগেই ভারতীয় রেলের ‘অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প’। সম্পূর্ণ প্রকল্পের অধীনে পড়ছে দেশের মোট ১,৩০৯ টি স্টেশন। তবে, সর্বপ্রথম পর্যায়ে সাজিয়ে তোলা হবে ৫০৮ স্টেশনকে।

এদিন শিয়ালদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অমর প্রকাশ দ্বিবেদী। এদিন আনন্দ বোসকে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

রাজ্যপাল বলেন প্রধানমন্ত্রী দেশের জন্য কাজ করে চলেছেন। ভারতীয় রেল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা বলে তিনি উল্লেখ করে বলেন গ্রাম গ্রামান্তরে

সর্বত্র রেল পরিষেবার সুবিধা পাচ্ছেন দেশের মানুষ। সে কারণে রেল দেশের ঐক্যের প্রতীক। রেলকে নিয়ে আমরা সবাই গর্বিত বলে ও তিনি মন্তব্য করেন।

বর্তমানে বাংলার দুই শত্রু হিংসা ও দুর্নীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।সে কথা মাথায় রেখে তিনি বাংলা থেকে একটি ‘শান্তি ট্রেন’ চালু করার আবেদন জানিয়েছেন রেল মন্ত্রীকে বলে তিনি জানান। এছাড়া কৃষি পণ্য ও হর্টিকালচার সামগ্রীর জন্য একটি কিষাণ এক্সপ্রেস চালু করার আবেদন ও তিনি রেলমন্ত্রীকে জানিয়েছেন বলে রাজ্যপাল উল্লেখ করেন।

ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী, তিরন্দাজ বোম্বাইলা দেবী লাইশরাম, কাঁথা শিল্পী প্রীতিকণা গোস্বামী প্রমুখের উপস্থিতির মাধ্যমে ভিডিয়ো কনফারেন্সিং অনুষ্ঠান হয়।

‘অমৃত ভারত’ স্টেশন প্রকল্পে রাজ্যের প্রাপ্তি

- আধুনিকীকরণ হবে এ রাজ্যের ৩৭স্টেশনের। তালিকায় রয়েছে আলুয়াবাড়ি রোড জংশন, অম্বিকা কালনা, অণ্ডাল জংশন, আসানসোল জংশন, আজিমগঞ্জ স্টেশন, বর্ধমান জংশন, ব্যারাকপুর, বহরমপুর কোর্ট, বেথুয়াডহরী, বিন্নাগুড়ি, বোলপুর, চাঁদপাড়া, দলগাঁও, ডলাখোলা, ধূপগুড়ি, দিনহাটা, ফালাকাটা, হলদিবাড়ি, হাসিমারা, জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, কালিয়াগঞ্জ, কামাখ্যাগুড়ি, কাটোয়া জংশন, কৃষ্ণনগর সিটি জংশন, মাদলা টাউন, নবদ্বীপ ধাম, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ ফারাক্কা, নিউ মাল জংশন, পাণ্ডবেশ্বর, রামপুরহাট জংশন, সামসি, শিয়ালদা, শান্তিপুর, শেওড়াফুলি জংশন ও তারকেশ্বর।
- উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি মোট ১৭টি ‘অমৃত ভারত’ স্টেশন পাচ্ছে।
- পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ‘অমৃত ভারত’ স্টেশন পেতে চলেছে জলপাইগুড়ি। আটটি স্টেশন পাচ্ছে উত্তরবঙ্গের এই জেলা। আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুর পাচ্ছে তিনটি করে স্টেশন। দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে পশ্চিম বর্ধমান তিনটি, পূর্ব বর্ধমান দু’টি ‘অমৃত ভারত’ স্টেশন পাচ্ছে। এ ছাড়াও নদিয়া তিনটি, মুর্শিদাবাদ তিনটি, উত্তর ২৪ পগরনা দু’টি, বীরভূম দু’টি এবং কলকাতার একটি স্টেশন এই ধরনের প্রকল্পের আওতায় আসতে চলেছে।

বঙ্গে ‘শান্তি এক্সপ্রেস’ চাইলেন রাজ্যপাল, খোঁচা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এ রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের সময় অশান্তির আবহে রাজভবনে ‘পিস রুম’ চালু করেছিলেন রাজ্যপাল, যা মোটেই ভালোভাবে নেয়নি রাজ্যের শাসকদল। এবার মোদির ‘অমৃত ভারত’ স্টেশন প্রকল্পের ভার্চুয়াল সূচনার সময় বঙ্গের জন্য ‘পিস ট্রেন’ চেয়ে বসলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

রবিবার স্টেশনের সংস্কার প্রকল্পের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে অশান্ত বাংলার জন্য শান্তি এক্সপ্রেস চাইলেন তিনি। বললেন, রাজ্যে ক্রমবর্ধমান হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত শান্তি এক্সপ্রেস বা পিস ট্রেন চলুক। পাশাপাশি তিনি কলকাতা থেকে কিষাণ এক্সপ্রেস ও কালচারাল হুইলস চালাতেও রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে আবেদন জানান। শাসকদল তৃণমূল অবশ্য রাজ্যপালের এই চাওয়াকে সহজভাবে নেয়নি। উল্টে তৃণমূলের খোঁচা, আরও কিছু পাওয়ার আশায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ‘তোষণ’ করার চেষ্টা করছেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল বলেন ‘রেলের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন শহরের পরিচয়ও জুড়ে রয়েছে। এই স্টেশনগুলি শহরের ‘হার্ট অফ দ্য সিটি’তে পরিণত হয়েছে। রেলকে আমাদের দেশের লাইফলাইন বলা হয়। ভারতীয় রেলের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরে দেড় লক্ষ কোটি টাকারও বেশি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অঙ্ক ২০১৪ সালের বাজেটের তুলনায় ৫ গুণ বেশি। রেলের সামগ্রিক উন্নতির জন্য কাজ হচ্ছে । এই ৯ বছর লোকোমোটিভ উৎপাদন ৯ গুণ বেড়েছে। এইচএলবি কোচ তৈরি হচ্ছে।’

তপ্ত মণিপুরে নতুন করে হিংসার বলি ৬ জন, বিবস্ত্র করে হাঁটানো কাণ্ডে সাসপেন্ড ৫ পুলিশকর্মী

ইম্ফল, ৬ অগস্ট: ফের অশান্ত মণিপুর। শনিবার ভোর থেকে নতুন করে উত্তপ্ত মণিপুরের বিষ্ণুপুর-চূড়াচাঁদপুর সীমানা এলাকা। শনিবার থেকে রবিবারে এই রাজ্যে নতুন করে হিংসার বলি হয়েছেন ছ’জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাবা ও ছেলে। অশান্তির জেরে আহত হয়েছেন ১৬ জন। গোটা এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। অভিযানে ধরা পড়েছে এক জন বিদ্রোহী। তাঁর শরীরে গুলি লেগেছে।

সূত্রের খবর, ওই এলাকায় অতিরিক্ত ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। যদিও রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক গোটা বিষয়ে আঙুল তোলেন আধাসেনার দিকেই। এরপর শনিবার রাত থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ইম্ফল সহ একাধিক এলাকা। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধেয় ১৫টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গুলি এবং মর্টার হানায় অন্তত পক্ষে ৬ জনের মৃত্যু হয়। মেইতি ও কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে একপক্ষ কালের মধ্যে এত বড় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়নি বলেই জানা যাচ্ছে। এদিকে সূত্রে খবর, এই ঘটনার পর কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত ১০ কোম্পানি বাহিনী পাঠানো হচ্ছে মণিপুরে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে সংঘর্ষ হয় মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলায় ফের কুকি ও মেইতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে। রাতেই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কুকিদের বেশ কয়েকটি বাড়ি। দুই পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। নিহতরা মেইতি জনগোষ্ঠীর বলে জানা গিয়েছে। কাওয়াকতা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রে খবর, দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ রুখতে বাফার জোন তৈরি করা হয়েছিল। এদিকে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিষ্ণুপুরের কোয়াকতায় মেতেই অধ্যুষিত অঞ্চলে বাফার জোন পেরিয়ে কয়েকজন ঢুকে পড়ে। সংঘর্ষের খবর পেয়েই কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালাতে শুরু করে। তাতেই প্রাণ হারান কমপক্ষে তিনজন মেতেই।

এরপর শনিবার মণিপুরের এক সংগঠন প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সংগঠনের কর্মসূচির জন্য এলাকাবাসীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটে। সেই মিছিলকে কেন্দ্র করেই সন্ধ্যায় ফের গন্ডগোল শুরু হয় এলাকায়। এলাকা শান্ত রাখতে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে। ঘটনায় মৃত্যু হয় ৬ জনের। আহতদের ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। তবে রবিবার সকালে ইম্ফলের পরিস্থিতি সামান্য নিয়ন্ত্রণে। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিকে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটানোর ঘটনায় পাঁচ পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করল মণিপুর পুলিশ। রবিবার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সাসপেন্ড হওয়া পুলিশ কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন সেই থানার ইন চার্জ। যার থানার এলাকায় ৪ মে এই কাণ্ড ঘটেছিল। ১৯ জুলাই ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, তার পরেই দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়। এবার সাসপেন্ড করা হল নংপোক সেকমাই থানার ইন চার্জ-সহ পাঁচ জনকে।

লোকসভা ভোটের আগে নতুন ‘দল’! সভাপতি পদে রদবদল বঙ্গ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপির এখন পাখির চোখ ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই পরের ধাপ। তবে সেই প্রার্থীদের জেতাতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন, তাঁদের নিয়ে নিজের মতো করে ‘দল’ সাজালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। লোকসভায় আসন ৪২টা হলেও বিজেপির এখন জেলার সংখ্যা দাঁড়াল ৪৩। মুর্শিদাবাদ জেলায় তৈরি হল নতুন জেলা।

কেন্দ্রীয় স্তর থেকে একাধিক জেলার সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পদে রদবদল করল বিজেপি। বঙ্গ বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া থেকে বীরভূম একাধিক জেলার জেলা সভাপতি পদে রদবদল করা হয়েছে বিজেপির তরফ থেকে। তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, আসানসোল, বর্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া, বোলপুর, বীরভূম জেলার জেলা সভাপতি পদে দায়িত্ব গেল নতুন জেলা সভাপতিদের উপর। তমলুক জেলা বিজেপির জেলা সভাপতি হলেন তাপসী মণ্ডল, কাঁথির জেলা সভাপতি হলেন অরূপ কুমার দাস, ঘাটালের হলেন তন্ময় দাস, ঝাড়গ্রামের হলেন তুফান মাহাতো, মেদিনীপুর জেলা বিজেপির জেলা সভাপতি হলেন তাপস মিশ্র, বাঁকুড়ার হলেন সুনীল রুদ্র মণ্ডল, বিষ্ণুপুরের হলেন অমরনাথ শাখা, পুরুলিয়া জেলার হলেন বিবেক রাঙা। বর্ধমান এবং বীরভূম জেলার প্রতি বিশেষ নজর রয়েছে বিজেপির।

গতবারের লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান জেলা থেকে ভালো ফল করেছিল বিজেপি। তবে বীরভূম জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাড়তি নজর থাকলেও সেরকম আশানুরূপ ফল করতে পারেননি তাঁরা। তারই জেরে এবার এই দুই জেলার জেলা সাংগঠনিক পদেও রদবদল করা হল। আসানসোল সাংগঠনিক জেলার বিজেপি জেলা সভাপতি হলেন বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান জেলার হলেন অভিজিৎ তা, কাটোয়ার জেলা সভাপতি হলেন গোপাল চট্টোপাধ্যায়, বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হলেন সন্ন্যাসীচরণ মণ্ডল, বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হলেন ধ্রুব সাহা।

সূত্রের খবর, আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্য থেকে ৩৫ টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজনৈতিক অন্দরমহলের খবর, লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের আরও কিছু বদল হতে পারে। এমনকী, রাজ্য সভাপতি পদেও বদলের একটি জল্পনা আছে। তবে, গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্যের নিজেদের সংগঠন মজবুত করতে তৎপর বিজেপি নেতৃত্ব।

তবে বিভিন্ন জেলায় যে এই পরিবর্তন করা হল তাতে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, একাধিক সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির সংগঠন নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ক্ষোভের কারণেই এই রদবদল করা হল। আগামী প্রায় একবছরের মধ্যে যাতে সংগঠন মজবুত করে তৃণমূলকে একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া যায় সেই কারণেই এমন এক সিদ্ধান্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের।

পরিবারের মঙ্গল কামনায় তারকেশ্বরে পুজো দিলেন অভিষেক জায়া রুজিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: শ্রাবণ মাসের পুণ্য তিথিতে তারকেশ্বরে এসে শিবের পুজো দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা। রবিবার সকাল সাড়ে এগারটা নাগাদ তারকেশ্বর মন্দিরে আসেন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সাংসদের স্ত্রী এদিন মন্দিরে আসায় কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিল মন্দির চত্বরে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তারকেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু ও কয়েকজন কাউন্সিলর।

মন্দির সূত্রের খবর, আধ ঘণ্টা সময় কাটিয়ে বারোটা নাগাদ মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে যান অভিষেক পত্নী রুজিরা। পরিবারের তরফে তিনি একাই মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। দুধপুকুরে হাত পা ধুয়ে মন্দিরের গর্ভ গৃহের বাইরে থেকেই পুজো দেন। পরিবারের মঙ্গল কামনায় তিনি পুজো দিতে এসেছিলেন বলেই জানা গিয়েছে। ঘট হাতে ভক্তিভরে শিবের মাথায় জল ঢেলে পুজো দেন রুজিরা। সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখের চিকিৎসার জন্য তাঁর সঙ্গে বিদেশে গিয়েছিলেন রুজিরা। ফিরে এসেই তিনি তারকেশ্বর মন্দিরে দর্শনে আসেন বলে জানা গিয়েছে।

পাকিস্তানে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা, মৃত অন্তত ৩৩ জন, আহত ১২০

ইসলামাবাদ, ৬ অগস্ট: পাকিস্তানের শাহজাদপুর ও নবাবশাহের মধ্যে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় হাজারা এক্সপ্রেসের অন্তত ১০ টি বগি লাইনচ্যুত হয় বলে পাকিস্তান প্রশাসন সূত্রে খবর। জায়গাটি করাচি শহর থেকে প্রায় ২৭৫ কিলোমিটার দূরে। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১২০ জনের বেশি আহত হন। মৃত ও আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

এদিকে সূত্রে খবর, ট্রেনটি করাচি থেকে পঞ্জাব যাওয়ার সময় রবিবার নবাবশাহের সরহরি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে হাজারা এক্সপ্রেসের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়। সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে সন্ধে পর্যন্ত ৩৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত শতাধিক। মৃত ও আহতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

ট্রেনটিতে মোট ১৭টি বগি ছিল। বাতানুকুল কামরায় ছিলেন ৭২ জন। আর অন্যান্য কামরাগুলিতে ছিলেন প্রায় ৯৫০ জন যাত্রী। ফলে এই রেলের বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় বাড়তে পারে প্রাণহানির সংখ্যা। এদিকে যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় নবাবশাহ পিপলস মেডিক্যাল হাসপাতালে।

সেখানেই চলছে আহতদের চিকিৎসা।

পাক রেলওয়ের ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডান্ট সুক্কুর মাহমুদুর রহমান জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত কামরাগুলি থেকে হতাহতদের উদ্ধার করার কাজ চলছে। আহতদের অধিকাংশকে নবাবশাহর পিপলস মেডিক্যাল হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। রোহরির লোকো শেড থেকে একটি উদ্ধারকারী ট্রেন পাঠানো হয়েছে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে। তিনি আরও জানান, এই দুর্ঘটনার জন্য ওই শাকার আপ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। বেনজিরাবাদ পুলিশের ডিআইজি ইওনিয় চান্দিও জানান, লাইনচ্যুত ১০টি বগির মধ্যে ৯টি থেকেই হতাহতদের উদ্ধারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি কামরা থেকে হতাহতদের উদ্ধার করতে ভারী যন্ত্রপাতি লাগবে।

তবে এদিনের এই রেল দুর্ঘটনা ঠিক কেন ঘটেছে সে ব্যাপারে পদুর্ঘটনাপাকিস্তান রেলের তরফ থেকে বা প্রশাসন সূত্রে আপাতত কিছুই জানানো হয়নি। ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলতেও পারেননি পাকিস্তান রেলের কর্তারা। তবে পাকিস্তানের রেল ও বিমান পরিবহণমন্ত্রী খাজা সাদ রফিক লাহোরে সংবাদ মাধ্যমকে জানান, ঘটনাস্থলে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছে। ২০ জনের মৃত্যু ও আরও অনেকের আহত হওয়ার খবর তিনি পেয়েছেন। এই দুর্ঘটনাকে দুঃখজনক বলেও বর্ণনা করেন তিনি। একইসঙ্গে ঘটনার তদন্তের আশ্বাসও দেন। ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুরাদ আলি শাহ। এছাড়াও তিনি নবাব আলি শাহ জেলা প্রশাসনকে আহতদের দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

ফের বদল, নয়া হাওড়া সদর সভাপতি হলেন সংঘ ঘনিষ্ঠ রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের আগে দলীয় সাংগঠনিক পদে রদবদল করল পদ্ম শিবির। রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রাজ্যের একাধিক জেলার সভাপতি পদে পরিবর্তনের তালিকা প্রকাশ করেন। হাওড়া জেলাতে পুরাতন সভাপতিদের সরিয়ে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়। হাওড়া সদর সভাপতি হিসাবে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয় রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে। পদ্ম শিবিরের এই নেতা সংঘের সঙ্গেই দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত বলেই সূত্রের খবর।

পাশাপাশি রাজ্য বিজেপির বস্তি উন্নয়ন সেলের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব সামলেছেন। অপরদিকে হাওড়া গ্রামীণের সভাপতি হিসাবে পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অরুণ পাল চৌধুরীকে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তাঁকে গ্রামীণ হাওড়ার সভাপতির পদে বসানো হয়। রবিবার পুনরায় তাঁকেই গ্রামীণ হাওড়ার বিজেপির সভাপতি হিসাবেই নিযুক্ত করল দল। তিনিও সংঘের সাংগঠনিক ব্যক্তি হিসাবেই দলে পরিচিত।

উল্লেখ্য, হাওড়া সদর পূর্বতন সভাপতির নিষ্ক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে দলীয় স্তরেই অনেক ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল। যার প্রভাব দলীয় সংগঠনের মধ্যে পড়ছিল। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে সেই সমস্যাকে সমাধান করার উদ্দেশ্যেই নতুন সদর সভাপতি করা হল রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে। সম্প্রতি তাঁকে সদর সভাপতি করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতেও একাধিক পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে হাওড়া সদর দলীয় কর্মীদের একাংশের। দলীয় নেতৃত্বের আশা, নতুন সদর সভাপতির নেতৃত্বে লোকসভা নির্বাচনে শাসকদলের ওপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে দলের সংগঠন মজবুত করে জয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

আঞ্চলিক অফিস তৈরিতে কলকাতায় পা রাখল কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতের কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (কিউসিআই), ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক দ্বারা

তৈরি করল। যার উদ্বোধন হয়, রবিবার ৬ অগাস্ট। এদিনের এই উদ্বোধনা অনুষ্ঠান থেকে বার্তা দেওয়া হয়, এই আঞ্চলিক অফিসগুলি খোলার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, রাজ্য সংস্থা, শিল্প সমিতি, শিল্প এবং অন্যান্য আঞ্চলিক অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। কিউসিআই এর মিশনের মূল লক্ষ্য হল, সমগ্র ভারত জুড়ে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে গুণমানকে একটি মূল মান হিসেবে গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। এর পাশাপাশি রাজ্য জুড়ে এর আওতা সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে, কিউসিআই-এর লক্ষ্য হল সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্যক্রম বিস্তৃত করা এবং এই অঞ্চলের সকল অংশীদারদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কিউসিআই এর সেক্রেটারি জেনারেল ডাঃ আর পি সিং তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, 'বিভিন্ন অঞ্চলে অফিস খোলার উদ্দেশ্য হল আঞ্চলিক স্টেকহোল্ডার এবং অ্যাসোসিয়েশনগুলিকে তথ্য অ্যাক্সেস করার জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্র প্রদান করা। কিউ সি আই উপস্থিত স্টেকহোল্ডার জন্য যোগাযোগের এই যোগসূত্রকে সহজ করার জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছে। সঙ্গে এও জানান, কিউসিআই-এর উদ্দেশ্য সবসময়ই এমন একটি ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা যা মানের মূল্য দেয়। কারণ গুণমান থাকলে দেশের বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগিয়ে যাবে।'

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিউসিআই-এর চেয়ারপার্সন জ্যাক্সে শাহ; কিউসিআই -এর মহাসচিব ড. রবি পি. সিং, এনএবিএল এর চেয়ারপার্সন অধ্যাপক সুব্বান্না আয়াপ্পান, এনএবি এইচ -এর চেয়ারপার্সন ড. মহেশ ভার্মা। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় প্রধানরাও।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি বাসন্তি রায় পুত্র অরুপ রায় জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম বাসনা রায় আছে। ১-৮-২৩ রানাঘাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিটে বাসন্তী রায় ও বাসনা রায় উভয়ে একই ব্যক্তি। আমার আসল নাম বাসন্তী রায়। গ্রাম বারাসাত দিঘীর পার তাহেরপুর নদীয়া।

নাম-পদবী

1-8-23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Atal Singha Paul ও Atal Singha Pal উভয়ে একই ব্যক্তি। আমার আসল নাম Atal Singha Paul

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

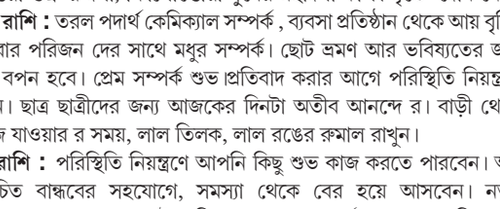

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই আগষ্ট, ২১ শে শ্রাবন, সোমবার । ষষ্ঠী তিথী। জন্মে মীন রাশি। অষ্টত্তরী শুক্র র দশা, বিংশোত্তোরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক , ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দে র। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সোমবার হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ সোমবার বিতরণ কমলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইনিজনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন।হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে । আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য -তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি :কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব বলুন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

'অমৃত ভারত' প্রকল্পের আওতায় হাওড়া বিভাগের ৯টি স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একটি 'ঐতিহাসিক' উদ্যোগে ৫০৮টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন। পুনঃউন্নয়ন কাজ শুরু করার পাশাপাশি তিনি ভারত জুড়ে 'অমৃত ভারত' স্টেশন স্কিম'-এরও উদ্বোধন করছেন। এর মধ্যে ৭১টি রেল স্টেশন উত্তর রেলওয়ে জোনে রয়েছে।

এছাড়াও রবিবার 'ভোকাল ফর লোকাল' পদ্ধতি চালু করেন প্রধানমন্ত্রী। যার মধ্যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে হাওড়া বিভাগে নয়টি স্টেশন রয়েছে। রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৮.৬ কোটি টাকা। কাটোয়া জংশন রেলওয়ে স্টেশনের জন্য ৩৩.৬ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্ধমান জংশন রেলওয়ে স্টেশনের জন্য ৬৪.২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নবদ্বীপ ধাম রেলওয়ে স্টেশনের জন্য ২১.৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বোলপুর শান্তিনিকেতন রেলওয়ে স্টেশনের জন্য ২১.১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অম্বিকা কালনা রেলওয়ে স্টেশনের জন্য ২৯.২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তারকেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনের জন্য ২৪.৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আজিমগঞ্জ জংশন রেলওয়ে স্টেশনের জন্য ৩১.২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শেওড়াফুলি রেলওয়ে স্টেশনের জন্য ৩১.১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনের জন্য ৩৮.৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশনের জন্য ৩৩.৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি স্টেশনের এই উন্নয়নের কাজ ভারতের বৈচিত্র্যের প্রতীক রূপে তুলে ধরা হচ্ছে। এতে মসৃণ রেল ব্যবস্থা সহ প্রয়োজনীয় কাঠামো অপসারণ করে উন্নত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব সবুজ উর্জাকে প্রকাশিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতিটি স্টেশনে 'সিটি সেন্টার' ধাঁচের ব্যবস্থা থাকবে। উভয়মুখী প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের ব্যবস্থা থাকবে। উন্নতমানের বিল্ডিং তৈরি হবে। উন্নতমানের যাত্রী ব্যবহারের জন্য সরঞ্জাম রাখা হবে। উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও দৃষ্টিনন্দনকারী স্থানীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সহ ল্যান্ডস্কেপ রাখা হবে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় হবে ২৪,৪৭০ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী যে রেলওয়ে স্টেশনগুলির পুনর্নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন তার মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের ৫৫টি, বিহারে ৪৯টি, মহারাষ্ট্রে ৪৪টি, পশ্চিমবঙ্গের ৩৭টি, মধ্যপ্রদেশে ৩৪টি, অসমে ৩২টি, ওডিশায় ২৫টি, পঞ্জাবে ২২টি, গুজরাত ও তেলেঙ্গানায় ২১টি, ঝাড়খণ্ডে ২০ টি, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে ১৮টি, হরিয়ানায় ১৫টি এবং কর্ণাটকে ১৩টি।

বেলুড় মঠে এলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার তিনদিনের সফরে কলকাতায় এলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে সকাল ৯ টায় কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে এসে পৌঁছয় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রবিবার তার নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিকেলে হাওড়ার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করতে বেলুড় মঠে আসেন তিনি। আগামী মঙ্গলবার ফের কলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বেলুড় মঠে আসার কথা। সেখানে মঠের আবাসিক সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে গোটা বেলুড় মঠ ঘুরিয়ে দেখান মঠের সন্ন্যাসীরা।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তার সফরসূচিতে আগামী ১১ অগস্ট কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ২০২২ সালের জুনে পাস করা ছাত্র এবং ৮৮ জন গবেষণা স্কলারকে এই অনুষ্ঠানে তাদের ডিগ্রি তুলে দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন হরিয়ানার রাজ্যপাল এবং কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বান্দারু দত্তাত্রেয় বলেই সূত্রের খবর।

কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ তৃণমূলের, পাল্টা কটাক্ষ পদ্ম শিবিরের

নিজস্ব প্রতিদেন, কলকাতা: কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চলে কর্মসূচি। কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় মঞ্চ বেঁধে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। উল্টোডাঙায় মঞ্চে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ , চেতলায় ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বাগবাজারে ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, বরানগরে ছিলেন বিধায়ক তাপস রায়। বিভিন্ন মন্ত্রী, বিধায়করা নিজের এলাকাতে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ মঞ্চের সভায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচির কথা জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার টাকা আটকে রেখেছে। বাংলার প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এদিন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ১৭ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে তা আটকে রাখা হয়েছে। এর প্রতিবাদে সমস্ত জায়গাতেই গণ অবস্থান চলছে। বিজেপির বন্ধুদের এই অবস্থানে সামিল হতে বলব। কারণ এটা বাংলার প্রতি বঞ্চনা।

বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে মধ্য হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেলের সামনে ধরনা মঞ্চ তৈরি করে প্রতিবাদ কর্মসূচি নেয় তৃণমূল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, তৃণমূল নেতা শ্যামল মিত্র, মৃণাল দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

তবে তৃণমূলের এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, তৃণমূল সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিতে জড়িত। তাঁদের এই সব সাজে না। শুভেন্দু অধিকারী এটাকে চোরেদের ধর্না বলে কটাক্ষ করলেন। এদিন বাগডোগরা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, চোরের দলেরা আজ ধর্নায় বসেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা কথা বলে। তাঁরা বলেন বৈমাত্রিক আচরণ করছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁদের উচিত দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিবস পালন করা। প্রধানমন্ত্রী রাজনীতি নয়, রাজধর্ম পালন করে উত্তরপ্রদেশের পর রেল দফতরের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ৩৭টি রেল স্টেশনে প্রায় ২৪হাজার কোটি টাকা খরচ করে আধুনিকরণ করার শুভ সূচনা করেছেন।

খড়দায় নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে নীচে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নির্মীয়মাণ বহুতলে কাজ করার সময় বাঁশের সাঁকো থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে খড়দা থানার এসবিভিপি রোডের জালাল শাহ মাজারের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম শরিফুল শেখ ওরফে নিতু (৩২)। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর থানার কার্তিকী পাড়ায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে নির্মীয়মাণ বহুতলের চারতলায় কাজ করেছিলেন শরিফুল। বাঁশের সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করার সময় শরিফুল সটান নীচে পড়ে যান। তৎক্ষনাৎ তাঁকে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার তদন্তে খড়দা থানার পুলিশ।

অমৃত ভারত স্কিমে হুগলির চারটি রেল স্টেশন নয়া রূপে সজ্জিত হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের জন্য বদলাচ্ছে হুগলি জেলার একাধিক স্টেশন। পশ্চিমবঙ্গের ৩৭টি রেল স্টেশনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে হুগলি জেলার চারটি স্টেশন। রেলের পরিষেবা থেকে শুরু করে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, সুরক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দিচ্ছে রেল। অমৃত ভারত প্রকল্পের হুগলির চারটি রেল স্টেশনের কাজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মোট ৫০৮টি রেল স্টেশনের নতুন রূপ দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের অধীন পশ্চিমবঙ্গের মোট ৩৭টি রেল স্টেশনের শিলান্যাস করা হয়েছে। যার মোট ব্যয় হবে ১৫০৩.৪ কোটি টাকা। হুগলি জেলায় শেওড়াফুলি, ডানকুনি, তারকেশ্বর এবং চন্দননগর মোট চারটি রেল স্টেশনকে নতুন ভাবে রূপ দেওয়া হবে। হাওড়া ডিভিশনের অধীনে থাকা ন'টি স্টেশনের উদ্বোধন করা হয়েছে রবিবার। তার মধ্যে শেওড়াফুলিকে নতুন ভাবে সাজাতে ৩১.১ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। থাকছে ১২ মিটার চওড়া একটি ফুটওভার ব্রিজ। যেটা স্টেশন অফিস থেকে বাজার পর্যন্ত করা হবে। এছাড়া লিফটের ব্যবস্থা থাকবে। যদিও স্টেশনের মধ্যে থাকা হকারদের জন্য কী ব্যবস্থা করা হবে, তা সঠিকভাবে বলতে পারেননি শেওড়াফুলির স্টেশন ম্যানেজার রাম আধার প্রসাদ।

স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সদস্যদের রবিবার শেওড়াফুলি স্টেশনে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া রেলের ডিভিশনাল অফিসার থেকে নোডাল অফিসাররা সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এদের উপস্থিত ছিলেন। গোটা শেওড়াফুলি স্টেশন চত্ত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর বড় বড় ছবিতে।

রেলওয়ে সূত্রে খবর, অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের মধ্যে রয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৫৬টি স্টেশন। এই প্রকল্পের অধীনে স্টেশনগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে, আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৫৬টি স্টেশনের মধ্যে অসম রাজ্যের ৩২টি, ত্রিপুরায় ৩টি, পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি, বিহারে ৩টি এবং নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে একটি করে স্টেশন রয়েছে এই প্রকল্পের অধীনে। এতগুলো স্টেশনে কিছুদিনের মধ্যেই নতুন কাজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। একাধিক স্টেশনে ইতিমধ্যে আধুনিকীকরণের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। রবিবার এই প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে হুগলি জেলায় চারটি স্টেশনের নব রূপের খবরে খুশি জেলার বাসিন্দারা। দ্রুত এই প্রকল্পের কাজ শেষের আশায় রয়েছেন জেলার বাসিন্দারা।

পুজোর আগেই সম্মানিত সুরকার দীপশ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো আর মাত্র হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি। ইতিমধ্যেই এই উৎসবকে ঘিরে বাংলার মানুষের মধ্যে যখন ধীরে ধীরে আনন্দের সলতে পাকানো শুরু হতে চলেছে খুঁটি পুঁজো থেকে থিম মিউজিকের প্রস্তুতি কে নিয়ে। সেই সময়ে প্রেস ক্লাবে এক এওয়ার্ডের সন্ধ্যায় সদ্য সম্মানপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সুরকার সঙ্গীত শিল্পী, গীতিকার সংগীত ভারতী দীপশ্রী ও উপস্থিত আরও এক আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট তবলা বাদক পন্ডিত মল্লার ঘোষের কথায় পুজো নিয়ে তাদের নিজ নিজ ভাবনার কথা উঠে এলো। যদিও দীপশ্রী ভূয়সী প্রশংসা করেন এবার পঞ্চম ইন্ডিয়ান এক্সেলেন্সি এওয়ার্ড-২০২৩ র আয়োজক রিপোর্টার্স এন্ড ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন এর মুখ্য আধিকারিক অনুপ কুমার বর্ধন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৭ অগস্ট ২০২৩ ২১ শ্রাবণ ১৪৩০ সোমবার

রুদ্রনীলের বিরুদ্ধে এফআইআর রাজন্যার ভুল কিছু বলেননি জানালেন বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূলের ছাত্রনেত্রী রাজন্যা হালদার। অভিযোগ, 'বোন' বলে সম্বোধন করে রাজন্যার বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা রুদ্রনীল। শনিবার সোনারপুর থানায় বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই নেত্রী। রুদ্রনীল রাজন্যাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলেন, 'রাজন্যা বোনকে বলি, খুব সাবধানে থাকো। নিজের ঘরের দরজাটা ভালো করে এঁটে বন্ধ করে রেখো। তোমার ঘর কত বড়, সেখানে ১, ২ কোটি, ৫০ কোটি ঢোকানো যাবে কি না, তা দেখে নিচ্ছে। সে সব টাকা তোমার ঘরে ঢোকানো হবে। তবেই দলে তোমার জায়গায় পাকা হবে। এই মুহূর্তে তোমার কী কী আছে আর কী কী নেই, সে সব দেখা হচ্ছে। তোমার আশপাশে দেবাংশুকে দেখে বুঝে নাও।'

রাজন্যার অভিযোগ, নিজের বক্তব্য রাখার সময় রুদ্রনীল ঘোষ তাঁকে বোন বলে সম্বোধন করে অশালীন মন্তব্য করেছেন। সমস্ত শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন বিজেপি নেতা। এই অভিযোগ তুলে শনিবার নেতার বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় এফআইআর দায়ের করেন রাজন্যা। এফআইআর দায়ের করার পর রাজন্যা বলেন, 'রুদ্রনীল ঘোষ যে মন্তব্য করেছেন তা মারাত্মক। উনি সাক্ষাৎকারে বলছেন কত টাকায় রাজন্যাকে কেনা হবে। যা অত্যন্ত অবমাননাকর। আমার কথা যারা শুনছেন তাদের মা-বোনেদের নিয়ে যদি এই মন্তব্য করা হত! ভেবে দেখুন তো কতটা অসম্মানজনক। আমাদের নেহাত সহবত শিক্ষা আছে। নাহলে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি একবার নির্দেশ দিতেন, তাহলে ওঁর কী হাল হত, কল্পনাও করতে পারতেন না।' এরপরই রবিবার এই ঘটনায় মুখ খোলেন রুদ্রনীল। বলেন, 'প্রথমে বলব এইভাবে পুলিশকে ব্যবহার করে মিথ্যে কেস তৈরি করার যে প্রকল্প এবং তার যে পরম্পরা রয়েছে তা আবারও প্রমাণিত হল। আমি যদি কোনও কথা বলে থাকি এবং তা যদি শুনেও থাকতেন সকলে সেক্ষেত্রে তাঁরা জানবেন তৃণমূল দল বিভিন্ন লুঠের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মা বোনেদের জড়িয়ে নিচ্ছেন।' উদাহারণ দেওয়ার জন্য তিনি 'পার্থ-অর্পিতা, সায়নী ঘোষ, নুসরত জাহান' প্রসঙ্গ টেনে রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, 'আর্থিক দুর্নীতি, ফ্ল্যাটে টাকা রাখা এই সমস্তর সঙ্গে জড়ানো হচ্ছে। আমি বলেছিলাম এই নিয়ে মা বোনেদের সতর্ক থাকা উচিত।' আর এখানেই রুদ্রনীলের প্রশ্ন, 'এটা কি কোনওভাবে তাঁদের অবমাননা করা?' তাঁর আরও সংযোজন, 'মা বোনেরা সাবধানে থাকবেন না হলে পরিষ্কার আপনাদের ঘরে কত জায়গা রয়েছে তা জেনে তৃণমূল নেতারা টাকা ঢোকানোর জন্য ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে। কারণ এটা সংবাদ মাধ্যমেই দেখেছি যে ঘর থেকে কোটি কোটি টাকা বার হচ্ছে। এর মধ্যে অসম্মান কোথায় হল! অবমাননা কোথায় হল! বরং মা বোনেদের জড়িয়ে তৃণমূলের অবমাননার চক্রান্ত করছে। কোটি কোটি টাকা এদিক ওদিক করা, তার উদাহারণ তো তৃণমূল 'সেট' করেছে। সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কেই সতর্ক থাকতে হবে। এই গোটা ঘটনাই পরিকল্পিত। পুলিশকে ব্যবহার করে যে 'হ্যারাস' করার চেষ্টা ওরা করে এটি সেই ঘটনার পরম্পরা।' প্রসঙ্গত, তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে একঝাঁক যুবদের মুখ উঠে আসতে দেখা যায়। দলের পোড়খাওয়া নেতাদের পাশাপাশি এবার একুশের ভরা মঞ্চে দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের ছাত্র-যুবদেরও। ধর্মতলার উপচে পড়া ভিড়ে ঝাঁঝালো ভাষণে মঞ্চ মাতিয়েছিলেন রাজন্যা হালদারের মতো মুখও। এখানে আরও একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করা 'জয়ী' ব্যান্ডের অন্যতম সদস্য রাজন্যা হালদার। মাস কয়েক আগে ধর্মতলায় শহিদ মিনারের পাদদেশে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে ২ দিনের ধরনা চলাকালীন তৃণমূল ছাত্র-যুবদের গান শুনে এই ব্যান্ডটি তৈরি করে দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। জনা কয়েকের তৈরি এই গানের দলকে নিজেই বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্রও সরবরাহ করেন। সেই ব্যান্ডের সদস্যই প্রেসিডেন্সির ছাত্রী রাজন্যা।

অবস্থান কর্মসূচি থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হতে দেখা গেল কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে। রবিবার ৬ অগস্ট ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থান কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র বাক্যবাণে বিঁধতে দেখা গেল রাজ্যের হেভিয়েট মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। এদিন তিনি অবস্থান মঞ্চ থেকে জানান, '১২টা থেকে চারটে পর্যন্ত গণ অবস্থান করছি। সব ব্লকে এই গণ অবস্থান চলছে। কারণ, অনেকবার বলার পরেও অনেক চিঠি দিয়েও, সাংসদরা একাধিকবার মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করার পরেও বঞ্চনা শেষ হচ্ছে না। ১০০ দিনের টাকা ভারতের সকল নাগরিকের অধিকার। জব কার্ড থাকলে মানুষ তা পান। বাংলা ১০০ দিনের কাজে ১ নম্বর হয়েছে, মোদি দেখলেন। টাকা বন্ধ করে দেওয়া হল। গরিব মানুষ নিজের বাড়িটাকে পাকা করতে পারবেন আবাস যোজনায়। বাড়ি ভাঙল ভিত গড়ল। বাংলার অনুদান থেকে টাকা পেলেন। কিন্তু ঢালাইয়ের সময় কেন্দ্র টাকা আটকে দিল। মাথার ছাদ হল না। বর্ষার দিনে ছাউনি দিয়ে কোনও রকমে দিন কাটাচ্ছেন। এগুলোকেই আমরা বলছি বঞ্চনা।' আর এখানেই ফিরহাদের প্রশ্ন, 'নরেন্দ্র মোদি বঞ্চনা করছেন কেন? এরই পাশাপাশি ফিরহাদ এদিনের মঞ্চ থেকে এ প্রশ্নও তোলেন, পিএম কেয়ার ফান্ডের লক্ষ লক্ষ টাকা কোথায় খরচ করছেন প্রধানমন্ত্রী তা নিয়ে। পিএম কেয়ার ফান্ড যাঁরা ভুলে গেছেন তাঁদের মনে করিয়েও দেন, কোভিডে টাকা তুলেছিলেন পিএম কেয়ার ফান্ডের নামে। এখানেই ফিরহাদের বক্তব্য, পিএম কেয়ার ফান্ডের নামে যে টাকা তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী তা খরচ করছেন নিজের প্রচারে। এই রকম টাকা বাংলা থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও উন্নয়নের টাকা ফেরত আসেনি। আপনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আপনি বলেছিলেন রাজ্যর জন্য বরাদ্দ

বারানো হোক। যেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন ভোল বদলে গেল। সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে এও মনে করিয়ে দেন, বাংলা মাথা নত করে না।

ইডি-সিবিআই নিয়েও এদিন তোপ দাগেন ফিরহাদ। তাঁর কথায়, 'আপনারা পুঁজিপতিদের সুবিধা করার জন্য পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনি বলছেন আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত, আপনি তো দুর্নীতির আখড়া শুরু করেছিলেন। মীনাক্ষী লেখি বলছেন বেশি বাড়াবাড়ি করলে ইডি পাঠিয়ে দেব, সিবিআই পাঠিয়ে দেব।' এখানেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরহাদকে এ প্রশ্নও করতে দেখা যায় যে, 'ইডি আপনার বাবার, সিবিআই আপনার বাবার! আমরা একটা সময় নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সিবিআই চাইতাম। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলো নষ্ট করে দিয়েছেন।' এদিনের বক্তব্যে এসে পড়ে ভাষার প্রসঙ্গও। প্রসঙ্গত, রবিবারই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইট করে জানিয়েছেন, 'হিন্দি পড়তেই হবে।' আর এখানেই মন্ত্রী ফিরহাদের বক্তব্য, 'আমরা ছোট থেকে পড়েছি নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের কথাতেই জোর দিয়েছিলেন বাংলার মনীষীরা। সেখানে জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দিচ্ছেন'। আর এরই রেশ ধরে শাহকে ফিরহাদের বার্তা, 'আপনি চাপিয়ে দিতে পারেন না।'

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে ব্যারাকপুর স্টেশনের পুনঃউন্নয়নে ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার সারা দেশে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে ৫০৮ টি রেল স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করেন। তার মধ্যে বাংলায় আছে ৩৭ টি স্টেশন। এদিন ব্যারাকপুর-সহ এই ৩৭ টি স্টেশনের পুনঃউন্নয়ন কাজের ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও শিয়ালদা মেইন লাইনের এই ব্যারাকপুর স্টেশনের একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। কারণ, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল এই ব্যারাকপুরের মাটি থেকেই। আর মহাবিদ্রোহের প্রথম শহিদ হয়েছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে। এদিন ব্যারাকপুর স্টেশনের পুনঃ উন্নয়নের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন এডিআরও (এমও) ভি কে সিং, সিনিয়র ডিইএন/১ শিয়ালদা কার্তিক সিং, বিজেপির রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার বিদায়ী সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি, বিজেপির মুখপাত্র শীলভদ্র দত্ত, রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী, অভিনেতা তথা যুব মোর্চা নেতা কৌশিক রায়, কুন্দন সিং, ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক স্বামী নিত্যরূপা নন্দ মহারাজ-সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিনের অনুষ্ঠানে

হাজির হয়ে বিজেপির যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন, সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল এই ব্যারাকপুরে। তাই ঐতিহাসিক ব্যারাকপুর স্টেশনকে মডেল স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এই স্টেশনকে ঢেলে সাজানোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৬.৭ কোটি টাকা। দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যারাকপুরের মাটিতে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে। সিপাহী বিদ্রোহের এই নায়ককে স্মরণে রেখেই ব্যারাকপুর স্টেশনের নামকরণ মঙ্গল পাণ্ডের নামে করার জন্য ডিআরএমের মাধ্যমে রেলমন্ত্রকের কাছে দাবি রাখা হবে বলে এদিন তিনি জানালেন।

কেন্দ্রের সার্বিক বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লিতে দশ লক্ষের বেশি মানুষের জমায়েত হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কেন্দ্রের বঞ্চনা-সহ জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে রবিবার রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলের ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ডাকে এদিন কাঁকিনাড়ার মানিকপীর বাজার, শ্যামনগর স্টেশন-সহ নিজের সংসদীয় ক্ষেত্রে একাধিক জায়গায় গণঅবস্থান মঞ্চে হাজির হয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি দাবি করলেন, কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আগামী ২ অক্টোবর দিল্লি অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেদিন দিল্লিতে বাংলা থেকে দশ লক্ষেরও বেশি লোক জমায়েত হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে। পাশাপাশি কেন্দ্রের ভ্রান্ত নীতি এবং মজদুর ও কৃষান বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি রাখার হুঁশিয়ারি দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। উক্ত ধরনা মঞ্চে এদিন সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ভাটপাড়া-১ ও ২ তৃণমূল সভাপতি যথাক্রমে দেবজ্যোতি ঘোষ ও জিতু সাউ, ভাটপাড়ার প্রাক্তন পুরপ্রধান সৌরভ সিং, ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি অমিত গুপ্তা, তৃণমূল নেতা মন্নু সাউ, রত্নেশ্বর দাস-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অপরদিকে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের শ্যামনগর স্টেশনে অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দিয়ে সাংসদ অর্জুন সিং একশো দিনের টাকা আদায়ে লড়াই জারি রাখার হুঁশিয়ারি দিলেন। সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন জগদ্দল-আতপুর শহর তৃণমূল সভাপতি হিমাংশু সরকার, ভাটপাড়ার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, কাউগাছি-১ তৃণমূল সভাপতি স্বপন মণ্ডল প্রমুখ।

ডেঙ্গি পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, তৎপর স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ডেঙ্গি পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। সরকারিভাবে কোনও তথ্য প্রকাশ না করা হলেও, বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, গত ৩ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যে মশাবাহিত এই রোগে ১০ জনের মৃত্যুর হয়েছে। এর মধ্যে শুক্রবার কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে রানাঘাটের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ হাজারে পৌঁছে গিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, নদিয়া জেলাতেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। জেলার রানাঘাট, চাপড়ার বহু মানুষ ডেঙ্গির কবলে পড়েছেন।

প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক জহর নাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত হলেন গণশক্তি পত্রিকার দীর্ঘদিনের কর্মী এবং কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রবীণ সদস্য জহর নাথ। জহরবাবুর পরিবার সূত্রে খবর, গত ৫ অগস্ট অর্থাৎ শনিবার তিনি পূর্ব কলকাতার এক বেসরকারি হাসপতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অসুস্থ বোধ করায় শুক্রবারই তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

ভাঙড় থানাকে ভেঙে নটি থানা তৈরির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ হবে মন্ত্রিসভায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েত ভোট পর্বে একাধিক হিংসা ও লাগাতার অশান্তির ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। মুখ্যমন্ত্রী ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের আওতায় পৃথক একটি ডিভিশন হিসেবে গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সব ঠিক থাকলে স্বাধীনতা দিবসের আগেই ভাঙড় এলাকায় তিনটি থানাকে ভেঙে নটি থানা তৈরি হয়ে যেতে পারে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে ওই থানাগুলিকে নিয়ে কলকাতা পুলিশের আওতায় একটি ডিভিশন তৈরি করা হবে। আজ সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভাঙড় থানাকে ভেঙে নটি থানা তৈরির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে বলে খবর।

কলকাতায় আলিপুর বডিগার্ড লাইনসে এক অনুষ্ঠানে ভাঙড় ও কাশীপুর থানাকে কলকাতা পুলিশের আওতায় আনার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর গত ২৭ জুলাই ভাঙড় ও কাশীপুরে থানা পরিদর্শন করে কলকাতা পুলিশের প্রতিনিধিদল। কলকাতা পুলিশের প্রস্তাব মেনে থানাগুলি এলাকা নির্ধারণ করেছেন রাজ্যের ল্যান্ড রিফর্ম কমিশনার। বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, ৯টি নতুন থানা তৈরির একটি খসড়া প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেই ৯টি প্রস্তাবিত থানা হল ১. ভাঙড় থানা, ২. কলকাতার লেদার কমপ্লেক্স থানা, ৩. উত্তর কাশিপুর থানা, ৪. হাতিশালা থানা, ৫. পোলেরহাট থানা, ৬. বিজয়গঞ্জ বাজার থানা, ৭. নারায়ণপুর থানা, ৮. বোদরা থানা, ৯. চন্দনেশ্বর থানা। এবার নবান্নের অনুমোদন পেলেই থানাগুলি চালু যাবে।

কিছু দালাল চিটিংবাজ দলে ঢুকে দলকে নোংরা করার চেষ্টা করছে: মদন মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চলতি বছরের গত মে মাসে এসএসকেএম হাসপাতালে রোগী ভর্তি করাতে গিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়েছিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। এবার নিজের ফেসবুক লাইভে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন শাসকদলের এই বিধায়ক। মদন মিত্রের অভিযোগ, কিছু দালাল চিটিংবাজ দল ঢুকে দলকে নোংরা করার চেষ্টা করছে। মদনের আক্ষেপ, সিপিএম-বিজেপিকে তেল দিয়ে দলের একাংশ রাতের অন্ধকারে তৃণমূলকে পিছন থেকে ছোবল মারছে। আর মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানার্জিকে পিছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা করছে। তাদের তিনি ঘৃণা করেন। মদনের আর্জি, তৃণমূল ভালো লাগবে না করবেন না। কিন্তু দলকে বাঁচান। দল বাঁচলে তাঁরা বাঁচবেন। মদনের সংযোজন, সংকট এলে নেতা-মন্ত্রীরা ছাদের ওপরে উঠে যান। কিন্তু দলকে বাঁচায় সেই কর্মীরাই। ফেসবুক লাইভে কামারহাটির বিধায়ককে বলতে শোনা গিয়েছে, আমার তো আর দু'বছর বাকি আছে। ২৬-এ ভোটে দাঁড়ানোর মতো জায়গায় থাকব মনে হয় না। তবে সৌগত রায় মনে হয়ে চব্বিশের ভোটে দাঁড়াবেন।' মদন মিত্রের এহেন প্রতিক্রিয়ার জবাবে বিজেপির মুখপাত্র শীলভদ্র দত্ত বলেন, মদন দা দীর্ঘদিনের রাজনীতিবিদ। মদন দা বাস্তবটা বুঝতে পেরেছেন। সত্যিই তৃণমূল দলটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেটা ওনি উপলব্ধি করতে পারছেন। তাই ওনি রাজনীতি ছেড়ে সিনেমায় ঢুকে পড়েছেন।

'প্রথা' মেনে খুঁটি পুজোতেই চমক সংঘতীর্থের

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতায় চারদিকে চলছে খুঁটি পুজোর আয়োজন। এই খুঁটি পুজোই এবার হল উত্তর কলকাতার লাহা কলোনির মাঠে। উদ্যোগে 'সংঘতীর্থ'। খাতায় কলমে পুজো আসতে এখনও মাস দুয়েকের বেশিই বাকি কিন্তু ঘরের মেয়ে উমা বছরে তো একবারই আসেন। তাও আবার দিন চারেকের জন্য। তাঁর এই আগমনকে ঘিরে প্রতিটি বাঙালি নিজেদের সমস্ত দুঃখ -কষ্ট, মান-অভিমান ভুলে মেতে ওঠেন তাঁর আরাধনায়। চারদিন এই কর্মযজ্ঞ চলে বাঙালির ঘরে-ঘরে। ফলে এর প্রস্তুতি আগে থেকেই নিতে হয় প্রত্যেককে। এই প্রস্তুতিরই বার্তা যায় খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়েই। সঙ্গে এ বার্তাও যায়, মা আসছেন। সেই কারণে আজকাল দুর্গাপুজোর শুরুতে এই খুঁটি পুজোও এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। লাহা কলোনির মাঠে সংঘতীর্থের এই পুজো কিন্তু আজকের নয়। দেখতে দেখতে এই পুজো পার করেছে ৫৭ বছর। এবার পা দিল ৫৮-তে। এখানে আরও একটা কথা বলতেই হয়, তা হল সনাতনী প্রথাতেই এতকাল পুজো হয়ে এসেছে সংঘতীর্থের। তবে গত বছর থেকে ভাবনা-চিন্তায় বদল আনেন পুজোর উদ্যোক্তারা। শুরু হয় থিম পুজো। ২০২২-এর থিম পুজো বাঙালির হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সেই কারণে ২০২৩-এও থিম পুজো করার সিদ্ধান্তই নেন পুজোর উদ্যোক্তারা। রবিবার ৬ অগস্ট খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে সংঘতীর্থের দুর্গাপুজোর ঢাকে পড়ল কাঠি। এদিনের এই খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। ছিলেন তাঁর কন্যা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পূজা পাঁজাও। সংঘতীর্থের পুজো পড়ে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে। ফলে নিজের ঘরের পুজো হিসেবে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় পুরপিতা সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। একইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুকুর থানার অফিসার ইন-চার্জ পরিতোষ ভাদুড়িও। এদিন শুধু খুঁটিপুজোই যে হয়েছে তা কিন্তু নয়। মন্ত্রী শশী পাঁজার হাতে উদ্বোধন হল ব্যানারেরও। সঙ্গে সামনে এল ২০২৩-এর দুর্গাপুজোর থিম 'প্রথা'। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক কিছুই মেনে চলি। সে পুজোই হোক বা অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে এই প্রথা মেনে চলাটাই

রেওয়াজ। তবে বর্তমান প্রজন্ম এই ট্র্যাডিশন বা প্রথা থেকে অনেকটাই বেরিয়ে আসছে বা আসতে চাইছে। বর্তমান এবং পুরাতনের এই সংঘাতের আবহেই সম্ভবত শিল্পী শঙ্কর পাল পুজোর থিম হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'প্রথা'কে। এখানে 'সম্ভবত' শব্দবন্ধ ব্যবহার করার কারণ রয়েছে। খুঁটিপুজোর দিন পুজোর থিম বলা হলেও এতে ঠিক কোন দিকটা তুলে ধরা হবে তা বলতে নারাজ সংঘতীর্থের উদ্যোক্তা থেকে শিল্পী। এদিনের খুঁটি পুজোর সঙ্গে ছিল নিখরচায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও। ছিল ডেন্টাল ক্যাম্পও।

সম্পাদকীয়

আর্থিক বৃদ্ধি ধ্বংস হয়েছে, রেকর্ড ছুঁয়েছে বেকারত্ব আর আমাদের উপহার মূল্যবৃদ্ধি

২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী মোদি ঘোষণা করেছিলেন;ঋণ খেলাপিদের বিদেশ থেকে ধরে আনবেন, ঋণের টাকাও উদ্ধার করবেন, বন্ধ হবে কালো টাকার রমরমা। অথচ তাঁরই আমলে 'পলাতক' খেলাপিদের তালিকায় একাধিক উল্লেখযোগ্য নাম রয়েছে। মেহুল চোকসি, বিজয় মালিয়া, নীরব মোদির মতো ব্যক্তিদের কাছ থেকে টাকা ফেরাতে পারেনি এই সরকার। মোদি জমানায় বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়ে ফেরত না-দেওয়াটা এখন যেন 'স্টেটাস সিম্বল' হয়ে দাঁড়িয়েছে! খেলাপিরা বহাল তবিয়তে রয়েছেন! শিল্পজগতের একটি শ্রেণির সঙ্গে শাসক নেতৃত্বের একাংশের ঘনিষ্ঠতার সুবাদে মুখ থুবড়ে পড়ছে দেশের অর্থনীতি। ব্যাঙ্কগুলিতে লোকসানের বহর বেড়েই চলেছে। একটি বেসরকারি সমীক্ষা মতে, ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ঋণ খেলাপির সংখ্যা ২২৩৭। এরা ঋণ নিয়েছে মোট ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা। এই ঋণের ৭৬ শতাংশ রয়েছে ৩১২ জন শিল্পপতির হাতে। আরও উল্লেখ করতে হয়, শাসক গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে এঁরা মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়ে বছরের পর বছর তা পরিশোধ করছেন না। অথচ, এই দেশেই সামান্য ব্যাঙ্কঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে বহু কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নেন! যদিও মোট ঋণ খেলাপের দায় কৃষকদের ক্ষেত্রে অতি সামান্য। ঋণভারে জর্জরিত গরিব মানুষ অথবা কৃষকদের ক্ষেত্রে অবশ্য আইন মেনেই টাকা আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টির নানা পথ নেয় ব্যাঙ্ক। এ তো গেল ঋণ খেলাপিদের কথা। মোদি সরকার নিজেই তো ঋণভারে জর্জরিত। এই জমানায় কেন্দ্রের ঋণের পরিমাণও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। অথচ সেটা আড়াল করতে বাংলার নেওয়া ঋণের প্রসঙ্গ তুলে গেরুয়া শিবিরের ছোট-বড় মাতব্বররা মমতা সরকারকে তুলোধোনা করতে ছাড়েন না। যদিও তাঁরা জানেন, এরাজ্যে বহু সামাজিক প্রকল্প চলছে, যার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কারণে রাজ্য তার প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্যই ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে রাজ্য সরকার। ঋণ প্রসঙ্গে কেন্দ্র বাংলার সরকারকে কাঠগড়ায় তোলার চেষ্টা করলেও বাস্তবটি হল, ডাবল ইঞ্জিনের এমন একাধিক রাজ্য রয়েছে যাদের ঋণের অঙ্ক বাংলার থেকে ঢের বেশি। সেক্ষেত্রে অবশ্য মোদি সরকার টুঁ শব্দটি করে না। আর মোদি জমানার ন'বছরে দেশে ঋণের বোঝা পৌঁছেছে ১৫৫ লক্ষ কোটি টাকায়, যা ২০১৪ সালের তিনগুণ। মনমোহন জমানার শেষে দেশে জাতীয় ঋণের অঙ্ক ছিল ৫৫ লক্ষ কোটি টাকা। তার সঙ্গে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা যোগ হয়েছে মোদির 'সুশাসনের' সুবাদে। ইউপিএ জমানার ব্যর্থতা দেখাতে প্রধানমন্ত্রী কথায় কথায় বিরোধীদের অযোগ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত বলে থাকেন। কিন্তু বাস্তবটি হল, তাঁর জমানাতেই আর্থিক বৃদ্ধি ধ্বংস হয়েছে, রেকর্ড ছুঁয়েছে বেকারত্ব। আর দেশবাসীকে তিনি মূল্যবৃদ্ধি উপহার দিয়েছেন। তাঁর রাজত্বে দেশের সম্পদের ৮০ ভাগই চলে গিয়েছে মাত্র ১০ শতাংশ ধনীর হাতে। ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েছে, দরিদ্র ও মধ্যবিত্তকে আরও নীচের দিকে ঠেলে দিয়েছে তাঁর সরকারি নীতি। সার্বিকভাবে লাভবান হচ্ছেন শাসক শিবিরের আশীর্বাদধন্য ঋণ খেলাপিরা!

জন্মদিন

আজকের দিন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭১ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও লেখক অবনীন্দ্রনথ ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৫৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুরেশ ওয়াদকরের জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট অভিনেতা কৌশিক সেনের জন্মদিন।*

প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের জন্মদিন ৭ আগষ্ট উপলক্ষে

বাংলা সাহিত্যের লিটল ম্যাগাজিনের জনক প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের নবরূপ

পঙ্কজ কুমার চ্যাটার্জি

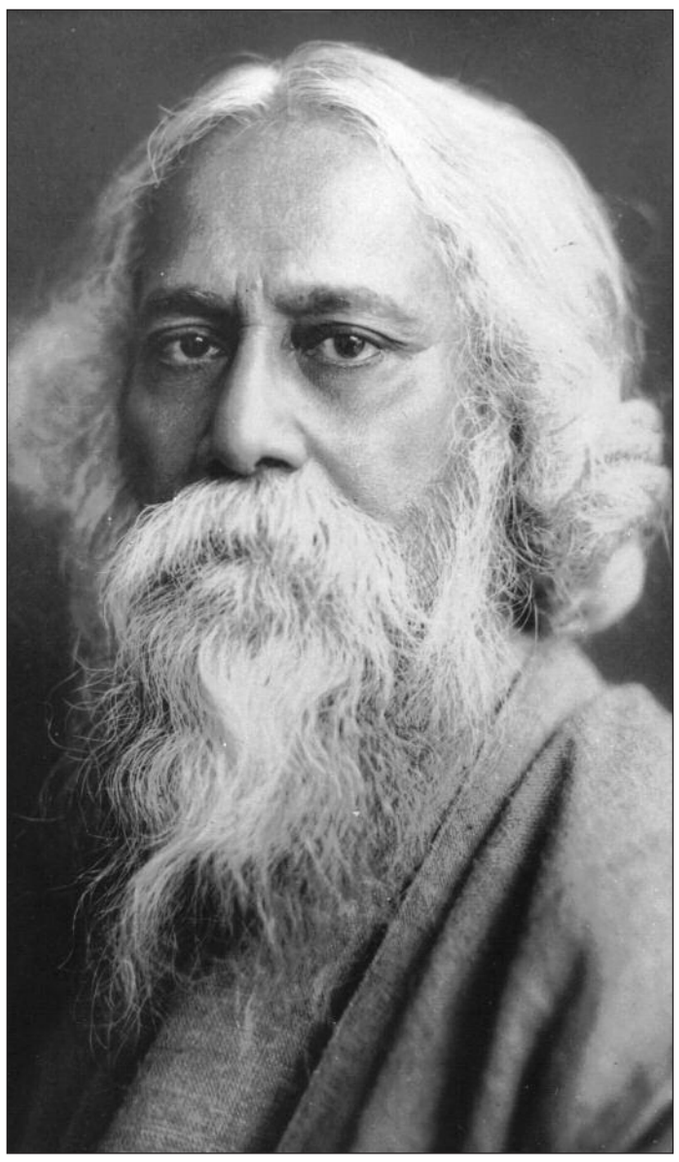

১৮৬৮ সালের ৭ আগষ্ট বাঙালি লেখক এবং বাংলা সাহিত্যের এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব প্রমথ চৌধুরীর জন্ম হয়। আর সেই দিনেই (৭ অগষ্ট, ২২ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। যদিও এবছর ২২ শ্রাবণ পড়েছে ৮ অগস্ট। এই দুইজনের যুগলবন্দীতে সার্থক হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম লিটল ম্যাগাজিন সবুজ পত্র। এই পত্রিকাতেই বিকশিত হয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ সাহিত্যিক।

বাংলা 'চলিত ভাষা' সৃষ্টির অন্যতম কারিগর ছিলেন প্রমথ। তাঁর সাহিত্য পত্রিকা 'সবুজ পত্র' পত্রিকার মধ্য দিয়ে প্রমথ চৌধুরী অধিকতর ভাবে তদানীন্তন সাহিত্যিকদের কথ্য ভাষাকে বাংলাসাহিত্যের এক কার্যকরি মাধ্যমে পরিণত করার সুযোগ এনে দিলেন। 'সবুজ পত্র' প্রকাশের আগে তাঁর সাহিত্য সেবার উদাহরণ কম পাওয়া গেলেও, তিনি একজন লেখক হওয়ার উপযুক্ত যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলেন। বস্তুত, 'সবুজ পত্র' প্রকাশের প্রস্তুতি পর্ব ছিল ১৮৮০ থেকে ১৯১৪। বাংলা সাহিত্য এবং লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে 'সবুজ পত্র' এবং প্রমথ চৌধুরীর অবদানের কথা জানাতে আমি সরাসরি বুদ্ধদেব বসুর লেখা থেকে তুলে দেবো, কারণ সেইটি করলেই আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হবে—

'সবুজপত্র' বাংলা ভাষার প্রথম লিটল ম্যাগাজিন। কারো-কারো মনে হতে পারে, 'বঙ্গদর্শন' বা 'সাধনা'র বিষয়ে ও-কথাটা প্রযোজ্য। কিন্তু যখন অন্য কিছুর প্রায় অস্তিত্বই নেই, প্রতিতুলনার যোগ্য কিছু নেই, তখন শ্রেণীবিভাগে সার্থকতা কোথায়। বাংলা পত্রিকার সেই আদিযুগে, যখন পাঠক ছিলো স্বল্প এবং আজকের তুলনায় অনেক বেশি সমভাবাপন্ন, তখন বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথ ঐ পত্রিকাদুটিকে তাদের একান্ত সাহিত্যসাধনার মধ্যেই নিবিষ্ট করে নিতে পেরেছিলেন, প্রতিবাদের প্রয়োজন তখনও প্রবল হয়ে ওঠেনি। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিন নামেই যখন প্রতিবাদ, তখন রূপে ও ব্যবহারেও তা থাকা চাই;আর সেটা শুধু একজন অধিনায়কেরই নয়, একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর। 'সবুজপত্রে' এই লক্ষণ পুরোমাত্রায় বর্তেছিলো। তাতে বিদ্রোহ ছিলো, যুদ্ধ-ঘোষণা ছিলো, ছিলো গোষ্ঠীগত সৌষম্য। তার মানে সাম্প্রদায়িকতা নয়, শুধু 'দীক্ষিতের' মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা নয়। যেখানে সমধর্মীরা পরস্পরের মনের স্পর্শে বিকশিত হয়ে ওঠেন তাকেই বলে গোষ্ঠী, আর সেটা যখন ঘটে তখনই কোনো পত্রিকায় 'সবুজপত্রের' মতো সুরের ঐক্য দেখা দেয়, চরিত্রের অমন অখণ্ডতা, প্রকাশের অমন প্রথামুক্ত নির্ভয় ভঙ্গি। মনে পড়ছে 'সবুজপত্রের' কোন-একটি সংখ্যায় 'ঘরে-বাইরের' একটি সুদীর্ঘ কিস্তি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আর এমন সংখ্যা তো অনেক হয়েছে যেটি রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও বীরবলের রচনাতেই সমাকীর্ণ। কিন্তু যে-সংখ্যায় বহু লেখক স্থান পেয়েছেন, সেটিও রূপ নিয়েছে সম্পূর্ণ একটি রচনার, অর্থাৎ, সেই বহুর মধ্যে দপ্তরির সুতো ছাড়াও আন্তরিক একটি সম্বন্ধ থেকে গেছে। এই অখণ্ডতা গোষ্ঠীসাপেক্ষ, তাই গোষ্ঠী ছাড়া সাহিত্যপত্র হয় না।

'সবুজপত্র' আমাদের জন্য কী করেছে তার আলোচনা নানা স্থলে করেছি, এখানে তার চুম্বক দিতে চেষ্টা করি। এর প্রথম দান প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল, দ্বিতীয় দান চলতি ভাষার প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় (এবং হয়তো মহত্তম) দান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রমথ চৌধুরী আর রবীন্দ্রনাথ-এ-দু'জনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিলো 'সবুজপত্রে'; প্রথম জনের আত্মপ্রকাশের জন্য, দ্বিতীয় জনের নতুন হবার জন্য। প্রচলিত অন্য কোনো পত্রিকায়, অন্য কোনো সম্পাদকের আশ্রয়ে প্রমথ চৌধুরীর স্বকীয়তার বিকাশ হতে পারতো না; তাছাড়া শুধু রচনাতেই নয়, সম্পাদনাতেও তিনি ছিলেন প্রতিভাবান। আর রবীন্দ্রনাথ;তিনি 'সবুজপত্রের' কাছে পেয়েছিলেন পুরোনো অভ্যেসের বেড়ি ভাঙার সাহস, যৌবনের স্পর্শ, গদ্য ভাষার জন্মান্তর-সাধনের প্রেরণা; বরং, যে-প্রেরণা তাঁর নিজেরই মনের নেপথ্যে কাজ করছিলো, তাকে নিঃসংকোচে মুক্তি দেবার পথ পেয়েছিলেন। যেমন টেনিসন ক্রিসমাস-বার্ষিকীতে কবিতা ছাপাতে আপত্তি করেননি, তেমনি রবীন্দ্রনাথ তার সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক রচনাবলি বহু বছর ধরে' 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেই তৃপ্ত ছিলেন ; এ-ব্যবস্থায় তার কোনো বিক্ষোভ ছিলো না, বরং ছিলো 'প্রবাসী'র উদার আশ্রয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা। 'প্রবাসী'র নানা গুণের মধ্যে দোষ ছিলো এই যে কোনোই দোষ ছিলো না ; ঐ রেসপেক্টেবিলিটির দুর্গের মধ্যে 'ঘরে-বাইরে' উড়ে এসে পড়লে কী-রকম অভ্যর্থনা হতো বলা যায় না; কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে অনুমান করা যায় যে 'ঘরে-বাইরে' রচনার পিছনে 'সবুজপত্রের' উদ্দীপনা কাজ করেছে। 'বলাকা'র সময় থেকে গদ্যে-পদ্যে যে-নতুন রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, তার স্রষ্টা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই, কিন্তু ধাত্রী 'সবুজপত্র'।দ

সবুজ পত্র পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২১ বৈশাখ, ১৩২১ (১৯১৪)। প্রথম কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান'। প্রথম প্রবন্ধ বীরবল রচিত 'সবুজ পত্র'। দ্বিতীয় প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'। মুখপত্রে প্রমথ পত্রিকার উদ্দেশ্য নিয়ে কি লিখেছিলেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ পড়লেই জানা যায় বাংলা ভাষার উন্নতিসাধনে প্রমথের চিন্তা-ভাবনা—

'অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমান চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাবসকলকে যদি প্রথম মনদর্পণে সংক্ষিপ্ত এবং সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি আমাদের এই স্বল্প পরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য করতে কোন বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখার সংযত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া। আমাদের কাগজে আমরা সেই সীমা নির্দিষ্ট করে' দেবার চেষ্টা করবো।

'... দেশের অতীত এবং বিদেশের বর্তমান, এই প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের এবং সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি বাংলার পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ করলেই তা'তে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। ....আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা আশা করি এ বিষয়ে লেখকদের সহায়তা করবে। বড়কে ছোটর ভিতর ধরে রাখাই আর্টের উদ্দেশ্য। ওস্তাদরা বলে থাকেন যে তগৌড়-সারঙ্গদ রাগিণী ছোট, কিন্তু গাওয়া মুস্কিল; 'ছোটিসে দরওয়াজাকে অন্দর হাতী নিকালনা যৈসা মুস্কিল ঐসা মুস্কিল, দরিয়াকো পাকড়কে কুঁজামে ডালনা যৈসা মুস্কিল ঐসা মুস্কিল।' অবস্থাগুণে যতই মুশকিল হোক না কেন, বাঙ্গালীজাতিকে ঐ গৌড়-সারঙ্গই গাইতে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের বাঙ্গলাঘরের খিড়কি-দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতী গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড়-ভাষার মৃৎ-কুম্ভের ভিতর সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করতে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোন সহজ সাধনপদ্ধতি আমাদের জানা নেই।'

'সবুজ পত্রের' আগে প্রমথের লেখা বিক্ষিপ্ত ভাবে 'সাধনা' এবং 'প্রবাসী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হতো। এই দুই পত্রিকাই ছিল ব্রাহ্ম সমাজ প্রভাবিত এবং ঠাকুর পরিবার কর্তৃক প্রকাশিত। এছাড়া তিনি সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত গোঁড়া হিন্দু পত্রিকা 'সাহিত্য'তেও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাধা সত্ত্বেও তিনি প্রস্পার মেরিমে-র লেখা 'এক্রসকান ভাস' ফরাসী থেকে অনুবাদ করেন যা 'ফুলদানি' শিরোনামে 'সাহিত্য' পত্রিকাতে ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়।

'কথার কথা' (১৯০২) প্রবন্ধে চৌধুরী লিখেছেন, '...লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোন বিভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষার লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উলটোটা চেষ্টা করত গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।...'

প্রমথ চৌধুরীর (ছদ্মনাম বীরবল) জন্ম অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলাতে। পিতৃনিবাস ছিল পাবনার হরিপুরে। তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা হেয়ার স্কুল থেকে এবং এফএ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পাশ করেন। তিনি দর্শনে বিএ সাম্মানিক (১৮৮৯) এবং ইংরেজিতে এমএ (১৮৯১) উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করেন। তিনি ফরাসি ভাষাতেও চোস্ত ছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং ব্যারিস্টার হওয়ার পরে দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে বিবাহ করেন।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে এবং ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার হিসেবেও কাজ করেন। 'সবুজ পত্র' ছাড়াও তিনি 'ভারতী' এবং 'অলকা' পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উপ-সভাপতি এবং ১৯২৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সারা-ভারত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন। প্রবন্ধ ব্যতীত তিনি কবিতা এবং ছোট গল্প লিখেছেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে 'তেল নুন লকড়ি' (প্রবন্ধ, ১৯০৬), সনেট পঞ্চাশত(কবিতা, ১৯১৩), 'চার ইয়ারি কথা' (ছোট গল্প, ১৯১৬), 'বীরবলের হালখাতা' (প্রবন্ধ, ১৯১৭), 'নানা কথা' (প্রবন্ধ, ১৯১৯), 'পদচারণ' (১৯১৯), 'আহুতি' (ছোট গল্প, ১৯১৯), 'আমাদের শিক্ষা' (প্রবন্ধ, ১৯২০), 'বীরবলের টিপ্পনি' (প্রবন্ধ, ১৯২১), 'রায়তের কথা' (প্রবন্ধ, ১৯২৬), প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী (১৯৩০), 'নানা চর্চা' (প্রবন্ধ, ১৯৩২), 'নীল লোহিত' (ছোট গল্প, ১৯৪১), 'ঘরে বাইরে' (প্রবন্ধ, ১৯৩৬), 'প্রাচীন হিন্দুস্তান' (প্রবন্ধ, ১৯৩৯), গল্প সংগ্রহ (১৯৪১), 'আত্মকথা' (১৯৪৬), চার বন্ধুর গল্প (ইন্দিরা দেবীর সাথে, ১৯৪৪)। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রমথ চৌধুরীকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক' পুরস্কার দেন। ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে তিনি না-ফেরার দেশের উদ্দেশে পাড়ি দেন।

'সবুজপত্র' আমাদের জন্য কী করেছে তার আলোচনা নানা স্থলে করেছি, এখানে তার চুম্বক দিতে চেষ্টা করি। এর প্রথম দান প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল, দ্বিতীয় দান চলতি ভাষার প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় (এবং হয়তো মহত্তম) দান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রমথ চৌধুরী আর রবীন্দ্রনাথ-এ-দু'জনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিলো 'সবুজপত্রে'; প্রথম জনের আত্মপ্রকাশের জন্য, দ্বিতীয় জনের নতুন হবার জন্য। প্রচলিত অন্য কোনো পত্রিকায়, অন্য কোনো সম্পাদকের আশ্রয়ে প্রমথ চৌধুরীর স্বকীয়তার বিকাশ হতে পারতো না; তাছাড়া শুধু রচনাতেই নয়, সম্পাদনাতেও তিনি ছিলেন প্রতিভাবান। আর রবীন্দ্রনাথ; তিনি 'সবুজপত্রের' কাছে পেয়েছিলেন পুরোনো অভ্যেসের বেড়ি ভাঙার সাহস, যৌবনের স্পর্শ, গদ্য ভাষার জন্মান্তর-সাধনের প্রেরণা;বরং, যে-প্রেরণা তাঁর নিজেরই মনের নেপথ্যে কাজ করছিলো, তাকে নিঃসংকোচে মুক্তি দেবার পথ পেয়েছিলেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অপহরণের ডেরা থেকে কোনওরকম প্রাণে বেঁচে ফিরল সুন্দরবনের তপোব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: টানা ১২ দিন অপহৃত থেকে মগজাস্ত্রের ব্যবহার করে অবশেষে কুড়ি দিন পরে সুন্দরবনের নিজের বাড়িতে ফিরল তপোব্রত। বসিরহাটের সন্দেশখালি থানার কোড়াকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোড়াকাটি গ্রামের বাসিন্দা সুব্রত মণ্ডল ও তপতী মণ্ডলের একমাত্র ছেলে তপোব্রত মণ্ডল কর্মসূত্রে ১৮ জুলাই বাড়ি থেকে রওনা দেয় চাকরির উদ্দেশ্যে গুজরাতের আহমেদাবাদে। ২০ তারিখ পৌঁছনোর পর থেকে বাড়ির সঙ্গে সমস্ত রকম যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তার বাড়ির লোক একাধিকবার ফোন করলেও সেটি সুইচ অফ বলে। তারপর ওই বেসরকারি কোম্পানির সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও সেখান থেকে কোনও সদুত্তর না মেলায় তপোব্রতর দাদা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সন্দেশখালি থেকে প্রথমে আহমেদাবাদ যান। সেখানে একাধিকবার ওই সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তারা তপোব্রতর ব্যাপারে কোনও খোঁজ দিতে পারেননি। অবশেষে তারা আহমেদাবাদের গুজরাত পুলিশের দ্বারস্থ হন। কিন্তু তাদের অভিযোগ একটার পর একটা থানা ঘোরালেও তাদের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকী তাদের কাছে মোটা অর্থ দাবি করা হয়। অবশেষে তারা পুনরায় সন্দেশখালিতে ফিরে আসে। তারপর সন্দেশখালি থানায় তপোব্রতর নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছিল সন্দেশখালি থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে চলতি মাসের ২ তারিখে কোরাকাটির স্থানীয় জনপ্রতিনিধি প্রণব রায়ের কাছে একটি অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফোন আসে। সেই সেই ফোনের ওপারে গলা ভেসে ওঠে তপোব্রতর। তারপরে অনেক যুদ্ধের পর ৫ অগস্ট শনিবার রাতে কোড়াকাটিতে নিজের বাড়ি ফিরে আসে ওই আইটিআই ইঞ্জিনিয়ার। তারপরে বাড়ি এসে জানায় আহমেদাবাদ স্টেশনে নামা মাত্রই স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে এক অটোওয়ালা সহ তিন যুবক তাকে অপহরণ করে। তারপরে তাকে আহমেদাবাদের বানসারার একটি চালের মিলে নিয়ে যাওয়া হয়। টানা ১২ দিন ওখানে থাকার পরে কোনওরকমে সে ওই গ্রামেরই প্রণব রায় সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। তারপর স্থানীয় জনপ্রতিনিধি প্রণব রায় তার আহমেদাবাদের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এবং একটি গাড়ির নম্বর তপোব্রতকে দেয়। তপোব্রত তার সর্বস্ব হারিয়ে কোনও রকমে প্রাণ রক্ষা করে ওই গাড়ির নম্বরটি কোম্পানির সামনে থেকে ফলো করতে থাকে। গাড়ি আসা মাত্রই সে গাড়িতে চেপে বসে এবং সোজা চলে আসে আহমেদাবাদ স্টেশনে। সেখান থেকে একেবারে সন্দেশখালি বাড়িতে এসে পৌঁছয়। কি করে সে অপহৃত হহল? কেনই বা তার অপহরণ করা হল? এর সঙ্গে কি বড় অপহরণ চক্রের কোনও যোগ আছে নাকি সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে? পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে সন্দেশখালি থানার পুলিশ। তপোব্রত বাড়ি ফিরে বারে বারে সেই অপহরণের গল্প শোনাচ্ছে। তখনই ভেসে উঠছে তার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ ও এমনকী মাঝে মাঝে ঘটনার কথা মনে করে সে শিউরে উঠছে। বাড়ির একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশির হওয়া মণ্ডল পরিবারে।

রক্ত সংকটে এগিয়ে এলেন শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালের সেবিকারাই

রূপম চট্টোপাধ্যায়

হুগলি: পঞ্চায়েত ভোট শেষ হলেও হুগলির বহু জায়গায় বোর্ড তৈরি নিয়ে ডামাডোল চলায় ধাক্কা খাচ্ছে রক্তদান শিবির আয়োজনের কাজ। ফলে বাড়ছে রক্ত সংকট। হুগলি জেলাজুড়ে তীব্র রক্ত সংকট চলছে বলেই দাবি। সমস্ত ব্লাড ব্যাঙ্কের অবস্থাই শোচনীয়। এমতবস্থায় এক রোগীর রক্তশূন্যতা মেটাতে এগিয়ে এলেন শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালের সেবিকারা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালের সার্জারি বহির্বিভাগে পিঠে টিউমারের সমস্যা নিয়ে আসেন ঘোষাল পাড়া, নবগ্রাম, শ্রীরামপুরের বাসিন্দা বছর

পঁয়ত্রিশের মহিলা রমা দাস। ১ আগস্ট ২০২৩ বহির্বিভাগে চিকিৎসক পরীক্ষা করেই বুঝতে পারেন রোগী টিউমারের পাশাপাশি ভয়ংকর রক্ত সংকটে ভুগছেন। রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল হিমোগ্লোবিন নেমে গিয়েছে তিন দশমিক পাঁচে। তৎক্ষণাৎ ভর্তি করে নেওয়া হয় শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালে।

১ অগাস্ট এক ইউনিট রক্ত দেওয়া হয় শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার থেকে। ৩ আগস্ট দেওয়া হয় আরও এক ইউনিট। তাতে হিমোগ্লোবিন কিছু বাড়ে। হয় সাত দশমিক আট। কিন্তু প্রয়োজন আরও অন্তত এক ইউনিট রক্ত। শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টারে এ পজিটিভ রক্ত আর মজুত না থাকায় সমস্যায় পড়েন রমাদেবীর পরিবারের সদস্যরা। রমাদেবীর স্বামী জয়ন্ত দাস স্থানীয় একটি মুদি খানা দোকানের কর্মী। দৈনিক মজুরি একশো টাকা। কোনও ক্রমে চলে সংসার। রক্ত কেনার, চিকিৎসা করার সঙ্গতি নেই।

এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে এলেন শ্রমজীবী হাসপাতালের সেবিকা মৌমী মোদক, পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমা দেব সহ আরও কয়েক জন। শনিবার মৌমী দেন এক ইউনিট রক্ত। ওই রক্ত রবিবার দেওয়া হয় রমাদেবীকে। তারপর আরও প্রয়োজন হলে পারমিতা, সোমারা তৈরি আছেন। আশা করা যায় সবার প্রচেষ্টায় রমাদেবীকে সুস্থ করে তোলা যাবে।

বর্ষাকালেও পানীয় জলের সংকট খানাকুলের জগৎপুরে, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বর্ষাকালেও জল সংকট হুগলির খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের জগৎপুর অঞ্চলের জগৎপুর গ্রামে বলে অভিযোগ। পানীয় জলের সংকট থাকায় নাজেহাল অবস্থা গ্রামবাসীদের। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে গ্রামের মানুষ। কিন্তু হুঁশ নেই প্রশাসনের। গ্রীষ্মকালে শোচনীয় অবস্থা দেখা যায় ওই গ্রামে। অভিযোগ বারবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়। উল্লেখ্য, হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার একেবারে প্রত্যন্ত একটি গ্রাম হল খানাকুলের জগৎপুর। রূপনারায়ণ নদীর ধার বরাবর ওই গ্রামটি। বাঁধের উপর ঢালাই রাস্তার দুই পাশে যতগুলি পানীয় জলের টিউবওয়েল আছে সেগুলো অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। পানীয় জলের টিউবওয়েলগুলো খারাপ হয়ে পড়ে থাকলেও সেগুলো মেরামত করা হয়নি বলে অভিযোগ। বহু দুর থেকে জল আনতে হচ্ছে স্থানীয় মানুষকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি পিএইচই আছে তা থেকেও জল পড়ে না। অনিয়মিত জল আসে। তার গতিও খুব ধীর। একটা জলের বোতলও ভর্তি হয় না বলে অভিযোগ। এই জন্য গ্রামের মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রমেশ দোলুই বলেন, একেবারে প্রত্যন্ত একটি অঞ্চল বলে বরাবর অবহেলিত। মানুষের পানীয় জল পাওয়ার অধিকারও দেওয়া হয় না। কয়েক বছর ধরে চলছে এই পরিস্থিতি। স্থানীয় পঞ্চায়েত কতগুলি পানীয় জলের টিউবওয়েল বসিয়েছিল। সেগুলোও অকেজো হয়ে রয়েছে। নাম মাত্র পিএইচই। তা থেকে জল আসে না। এখানকার মানুষ বড় অসহায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নদীর বাঁধেই প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। মিড ডে মিলের রান্নার জন্য নাকি জল আনতে ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এই বিষয়ে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের জয়েন বিডিও অনিত নন্দী বলেন, বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। অপরদিকে আরামবাগ মহকুমা পিএইচই দপ্তরের আধিকারিক সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, ওই অঞ্চলে পানীয় জলের একটা সমস্যা আছে। পিএইচইর মাধ্যমে জল দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্ত জায়গা যাচ্ছে না। তাই দুটি বাড়তি পাম্প বসানোর কাজ চলছে। দ্রুত পানীয় জলের সংকট মিটবে। যদিও স্থানীয় মানুষের দাবি, বর্ষার সময় পানীয় জলের সংকট হওয়ায় জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্যেজুড়ে অবস্থান বিক্ষোভে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা আটকে রাখার বিরুদ্ধে, মণিপুরে আদিবাসীদের ওপর সংগঠিত অত্যাচার সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে একাধিক দাবি তুলে রাজ্যেজুড়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার অন্যান্য জেলার পাশাপাশি পুরুলিয়া জেলার আড়ষা ব্লকের সিরকাবাদ গ্রামের সবজি বাজারের নিকটে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হন আড়ষা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা।

উপস্থিত ছিলেন জেলার শ্রমিক নেতা উজ্জ্বল কুমার, আড়ষা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি বিদ্যাধর মাহাত, সিরকাবাদ অঞ্চল সভাপতি নবকিশোর মাহাতো ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ত্রিলোচন মাঝি, জেলা পরিষদের সদস্যা পুষ্পলতা টুডু, তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা। এদিনের কর্মসূচি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক নেতা উজ্জ্বল কুমার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, সামনেই লোকসভার ভোট। লোকসভা ভোটের পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী লোকসভা ভোটে ৪২টি আসনেই রাখবে তৃণমূল সরকার। আর তার জন্যই জেলায় জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা কোমর বেঁধে আন্দোলনে নেমে পড়েছেন।

পাশাপাশি এদিন ঝালদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও অবস্থান বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক জগদীশ মাহাতো তৃণমূল কংগ্রেস সহ সভাপতি শেখ সুলেমান সহ আরও অনেকে।

কুড়মি সমর্থিত নির্দল সদস্য যোগদান করলেন তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লকের তুন্তুড়ি - সুইসা অঞ্চলের আটনা সংসদ থেকে কুড়মি সমর্থিত নির্দল সদস্য যোগদান করলেন তৃণমূলে। শনিবার সন্ধ্যায় কুড়মি সমর্থিত* নির্দল সদস্য জয়প্রকাশ মাহাতো তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। বাঘমুণ্ডি বিধানসভা কার্যালয়ে বাঘমুণ্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন। এদিন কুড়মি সমাজ সমর্থিত নির্দল সদস্যের যোগদানে পঞ্চায়েতে মোট ২১টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের আসন সংখ্যা বেড়ে ১২ হল।

তৃণমূলে যোগদানকারী নির্দল সদস্য জয়প্রকাশ বলেন, 'নির্দল থেকে পঞ্চায়েতে জয়ী হয়েছি। তবে জয়ী হয়েও কোনও উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাই উন্নয়ন করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি।' বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো জানান, 'তুন্তুড়ি - সুইসা অঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আটনা সংসদ থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়প্রকাশ মাহাতো জয়ী হন। তিনি তৃণমূলকে ভালোবেসে এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূলে স্বেচ্ছায় যোগদান করেছেন। দলে তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে।

SBI এসবিআই, জলঙ্গী শাখা — **গাড়ি নিলাম**
গ্রাম-জোরতলা পোঃঅঃ এবং থানা জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ
পঃবঃ-৭৪২ ৩০৫, ই-মেল: sbi.1235@sbi.co.in

ব্যাঙ্ক দ্বারা হাইপোথিকেটেড করা একটি বাজেয়াপ্ত গাড়ি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে **২২.০৮.২০২৩** তারিখে। আগ্রহী ক্রেতাদের ব্যক্তিগতভাবে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রিজিওনাল বিজনেস অফিস, ১৫, স্কেয়ার ইস্ট রোড, বহরমপুর - ৭৪২১০১ (পঃবঃ)** -তে ২১.০৮.২০২৩ (সোমবার) সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টার মধ্যে পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উন্মুক্ত নিলাম একই ঠিকানায় বিকাল ৪.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। গাড়ির বিস্তারিত :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	মজুত মূল্য
১.	মারুতি সেলেরিও X VXI AMT BS – IV রেজিস্ট্রেশন নং **WB 56AU 2626**	২০১৮	১,৭৬,০০০.০০ টাকা

শাখা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ নম্বর :
১. শ্রী অনিমেশ ঠাকুর (মোঃ ৮৭৭৭৮২৮৯৪৪) ২. শ্রী তথাগত ভৌমিক (মোঃ ৮০০১১৯০৯০২)

দ্রষ্টব্য : এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুযায়ী জিএসটি অন্তর্ভুক্ত।
'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা অবস্থায় আছে' অবস্থার গাড়িটি বিক্রি করা হবে।
ক) আগ্রহী ক্রেতাদের নির্ধারিত ফরমে রিজার্ভ প্রাইসের ১০% সমপরিমাণ অর্থ সহ ডিমান্ড ড্রাফট/চেকের মাধ্যমে ''এসবিআই, জলঙ্গি শাখা''-র অনুকূলে জমা দিতে হবে। কোন নগদ গ্রহণ করা হবে না।
খ) আগ্রহী ক্রেতাদের ২১.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে **এসবিআই, রিজিওনাল বিজনেস অফিস, ১৫, স্কেয়ার ইস্ট রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ (ডাব্লুবি)** -এর ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের কাছে ''বিআইডি আবেদন ফর্ম'' সহ কেওয়াইসি ডকুমেন্টের কপি (আইডি প্রুফ এবং রেসিডেন্স প্রুফ উভয়ই) - আসল সহ, জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এর পরে কোনও ফর্ম গ্রহণ করা হবে না।
গ) নিলামের সময় শুধুমাত্র দরদাতা উপস্থিত থাকবেন। নিলামের জন্য কোনও প্রতিনিধিকে অনুমতি দেওয়া হবে না।
ঘ) মজুত মূল্যের নিচে প্রদত্ত বিড বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
ঙ) নিলাম শেষ হওয়ার পর, ব্যাংক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে সফল দরদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে।
চ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের সমগ্র পরিমাণ বিক্রয়পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে বায়না জমা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিতে হবে। সমস্ত সংবিধিবদ্ধ/বিবিধ রোড ট্যাক্স, বীমা, নাম স্থানান্তর সহ বকেয়া ইত্যাদি ক্রেতা দ্বারা বহন করা হবে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফল দরদাতার দ্বারা অবশিষ্ট অর্থ জমা না দেওয়া হয় তবে জমা করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ছ) ব্যাংক কোন কারণ উল্লেখ না করে যে কোন বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা বিক্রয় স্থগিত/স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
জ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন দরদাতার দায়িত্ব। নিলামের পুরো অর্থ পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে। ''এসবিআই, জলঙ্গি'' দরদাতাদের নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

তারিখ : ০৭.০৮.২০২৩ স্বা/-
স্থান : বহরমপুর অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ,
কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন: (০৩৩) ২২৩০১১৫৩, ২২৩০৬৮২৫
কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নার, আশ্রম রোড,
আমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৯, ফোন: ২৬৫৭ ৮৮৬৩, ২৬৫৭ ৮২০১/ ২৬৫৭ ৯৭৫০
ফ্যাক্স: ০৭৯-২৬৫৭৬৬১৯, ২৬৫৮০২৮৭ ই-মেল : frontlinecorplimited@gmail.com
ওয়েবসাইট:www.frontlinecorporation.org CIN NO : L63090WB1989PLC099645

বিষয় : ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ১ম ত্রৈমাসিকের জন্য বোর্ড মিটিংয়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডঅ্যালোন) বিবেচনা, অনুমোদন এবং নথিভুক্তির নোটিশ

এতদ্দ্বারা ২০১৫ সালের সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ২৯ অধীনে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের একটি সভা সোমবার, ১৪ অগস্ট, ২০২৩ নিম্নোক্ত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে,

১) ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ১ম তিনমাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন।
২) কোম্পানির অংশত আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার বাজেয়াপ্ত বিষয়ে বিবেচনা।
৩) ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকেকোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ তালিকা বিমুক্তকরণ বিষয়ে বিরেচনা। আরও অবগত করা হচ্ছে বিএসই লিমিটেডে ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্তি জারি থাকছে।

কোম্পানির শেয়ারসমূহ ডিরেক্টর, প্রমোটার, ডেজিগনেটেড পার্সন এবং ডিরেক্টর গণের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, প্রমোটার,ডেজিগনেটেড পার্সন, এবং তাদের ঘনিষ্ঠগণ কর্তৃক শেয়ার লেনদেনের উইন্ডো ১ জুলাই ২০২৩ থেকে অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন অর্থিক ফলাফল ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত ১ম তিন মাসের ঘোষণার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে।
ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধের তথ্য স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলিতে) ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে জানানো হয়েছে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
তারিখ: ০৫.০৮.২০২৩ **এস কে ভর্মা**
স্থান: আমেদাবাদ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
জেলেনটা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড'এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**জেলেনটা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৬.০২.২০১০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/ নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51909WB2010PTC142740
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৬বি, শেক্সপীয়র সরণি, বি কে মার্কেট, ফ্ল্যাট নং ১৯ এবং ২০ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭১
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	০৪.০৮.২০২৩
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	৩১.০১.২০২৪ (সিআইআরপি-র আনুমানিক তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর নাম	চন্দ্র কুমার জৈন IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/10414
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, ৯ম তল, রুম নং ৮১৬, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ckcacs@yahoo.co.in
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	চন্দ্র কুমার জৈন প্রযত্নে জৈন চন্দ্র অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, ৯ম তল, রুম নং ৮১৬, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেল : cirp.jppl@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৮.০৮.২০২৩
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	শ্রেণি (গুলির) নাম : আইআরপি-র পাওয়া তথ্য অনুযায়ী নেই
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং	Web link: www.ibbi.gov.in/home/downloads যোগাযোগের ঠিকানা - জৈন চন্দ্র অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১, ৯ম তল, রুম নং ৮১৬, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেল : cirp.linbert@gmail.com
	অনুমোদিত প্রতিনিধির বিস্তারিত পাওয়া যাবে -	প্রযোজ্য নয়

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে জেলেনটা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার তারিখ ৪ আগস্ট, ২০২৩।
জেলেনটা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/- **চন্দ্র কুমার জৈন**
জেলেনটা পলিট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড'এর অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং - IBBI/IPA-001/IP-P00214/2017-18/10414
তারিখ : ০৫.০৮.২০২৩ ১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ১,
স্থান : কলকাতা ৯ম তল, রুম নং ৮১৬, কলকাতা - ৭০০ ০০১

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়ম কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L27100WB2010PLC144405
রেজিঃ অফিস: ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: investor@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com,
দূরভাষ নং: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪

১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং ও বই বন্ধের তথ্য

এতদ্দ্বারা **বিজ্ঞাপিত** করা হচ্ছে যে, কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য **মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়ম কোম্পানি লিমিটেড** -এর **১৩তম (তেরো তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'' বা ''মিটিং'')** ভিডিও কনফারেন্স (''ভিসি'')/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') -এর মাধ্যমে **মঙ্গলবার, ২৯ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ, দুপুর ০১:৩০টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (''অ্যাক্ট'') প্রযোজ্য বিধানাবলি ও তদধীন প্রণীত রুলস এবং সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/২০২০/৭৯, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এরপরে, সম্মিলিতভাবে ''সার্কুলার'' হিসাবে উল্লিখিত) কর্তৃক ইস্যুকৃত সহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, নং ১৯/২০২১, ০২/২০২২ এবং ১০/২০২২ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ০৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (এরপরে, সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লিখিত), মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক ইস্যুকৃত সহ পঠিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'') -এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

উপরোক্ত সার্কুলার অনুযায়ী, ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ বার্ষিক প্রতিবেদনসহ এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিটি কেবলমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ই-হেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাতের ই-মেইল আইডিগুলি কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'') অর্থাৎ, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)-র সাথে নিবন্ধিত। ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন তৎসহ বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com; যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত সেই স্টক এক্সচেঞ্জে অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং এনএসডিএল-র ওয়েবসাইট (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) www.evoting.nsdl.com থেকে।

রিমোট ই-ভোটিং তথ্য

- কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ -এর (সংশোধিতমতো) রুল ২০ ও লিস্টিং রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৪৪ -এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্টের ১০৮ ধারার বিধানাবলি এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কোম্পানি সানন্দে জানাচ্ছে, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') -এর ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১৩তম এজিএমে বিবেচিত হওয়ার জন্য প্রস্তাবিত সমস্ত প্রস্তারে উপর সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোটদানের জন্য ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- রিমোট ই-ভোটিং উইন্ডো খুলবে **২৬ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ শনিবার সকাল ০৯:০০টায় (আইএসটি) এবং বন্ধ হবে ২৮ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ সোমবার বিকাল ০৫:০০টায় (আইএসটি)**। এই সময়কালে কোম্পানির সদস্যরা ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে **কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট) অর্থাৎ ২২ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার** -মতো শেয়ার ধারণ করেন, তাঁরা বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোট দান করতে পারেন। এরপরে এনএসডিএল ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবে। কোনও সদস্য একবার ভোট দিলে পরে তাকে তা বদল করতে দেওয়া হবে না। রিমোট ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা এজিএমে যোগ দিতে পারেন কিন্তু আবার এজিএমে তাঁদের ভোট দান করতে পারবেন না। **কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ২২ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার** মতো সদস্য নন এমন ব্যক্তিরা এজিএমের নোটিস কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বলেই গণ্য করবেন। কোনও বক্তি যিনি কোম্পানি শেয়ারের অধিকারী এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এই এজিএম-এর নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট পাঠানোর পরে এবং শেয়ার ধারণ করেন **কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট) অর্থাৎ ২২ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার** মতো, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং -এর জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ডের উদ্দেশ্যে এনএসডিএল -কে evoting@nsdl.co.in বা kolkata@linktime.co.in -তে অনুরোধ জানাতে পারেন। যে-সব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং -এর জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল -এ রেজিস্টার্ড তাঁরা অবশ্য তাঁদের বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন।
- কোনও জিজ্ঞাসা/অভিযোগ থাকলে সদস্যরা শেয়ারধারীদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য যা প্রাপ্তব্য এনএসডিএল-এর ডাউনলোডস সেকশন অধীন ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com বা ফোন করুন টোল ফ্রি নম্বরে : ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ বা অনুরোধ পাঠান evoting@nsdl.co.in -এ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে :
  (ক) মিজ পল্লভী মহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, ''এ'' উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩, টেলিফোন নং ০২২-২৪৯৯৪৩৬০/০২২ - ২৪৯৯৪৫৪৫ -তে অথবা ই-মেল আইডি : **/pallavid@nsdl.co.in** এবং **evoting@nsdl.co.in** -তে।
  (খ) শ্রী বিবেক জৈন, কোম্পানি সেক্রেটারি, মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়ম কোম্পানি লিমিটেড, ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১, টেলিফোন নং ০৩৩-২২৪৩৫০৫৩/৫৪ বা ই-মেল investor@malcoindia.co.in -তে।

ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানকারী সদস্যদের প্রতি নির্দেশ

- সদস্যদের এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম সিস্টেম মারফত এজিএম- যোদগানের সুবিধা দেওয়া হবে। সদস্যরা তাঁদের রিমোট ই-ভোটিং লগইন ক্রিডেনশিয়াল ব্যবহার করে তা পেতে পারেন এখানে www.evoting.nsdl.com/ under shareholders/members। এজিএম-এর নোটিসে ভিসি/ওএভিএম মারফত এজিএম -এ যোগদানের বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণিত আছে।

সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বই বন্ধ

- কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ -এর রুল ১০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪২ -এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্টের ৯১ ধারার বিধানাবলি অনুসারে এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত দেওয়া হচ্ছে যে, সদস্যদের রেজিস্টার শেয়ার হস্তান্তর বই এজিএম -এর জন্য **২৩ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ বুধবার থেকে ২৯ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার পর্যন্ত (উভয়দিন সহ)** বন্ধ থাকবে।
- ১৩তম এজিএম শেষ হওয়ার ২টি কর্ম দিবসের মধ্যে ভোটের ফল বেরোবে। এইরূপ ফলাফল কোম্পানি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই লিঃ) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই লিঃ)-তেও পাঠাবে। ঘোষিত ফল সেইসঙ্গে স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com -তে এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com -এ।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়ম কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
বিবেক জৈন
স্থান: কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ০৭ অগস্ট, ২০২৩ মেম্বারশিপ নং A36946

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144409
রেজিঃ অফিস : ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪
ই-মেল: investor.relations@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং ও বই বন্ধের তথ্য

এতদ্দ্বারা **বিজ্ঞাপিত** করা হচ্ছে যে, **মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** (''কোম্পানি'') এর সদস্যদের **১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা** (''এজিএম'' বা ''সভা'') অনুষ্ঠিত হবে **মঙ্গলবার, ২৯ অগস্ট, ২০২৩, সকাল ১১:০০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'')/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') মাধ্যমে ২৯ জুলাই, ২০২৩ তারিখের এজিএমের নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য।

- এজিএম আহ্বান করা হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধানাবলী মেনে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'') -এর বিধানগুলির অধীনে প্রণীত বিধিগুলি (''আইন'') সহ পঠিত জনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, নং ১৯/২০২১, ০২/২০২২ এবং ১০/২০২২ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ০৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (এরপরে, সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লিখিত) তৎসহ পঠিত সেবি সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/২০২০/৭৯, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/ সিআইআর/২০২৩/৪ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ (এরপরে, সম্মিলিতভাবে ''সেবি'' হিসাবে উল্লিখিত) - একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই।
- উেপরোক্ত সার্কুলার অনুযায়ী, ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ বার্ষিক প্রতিবেদনসহ এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিটি কেবলমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ই-হেলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাতের ই-মেইল আইডিগুলি কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'') অর্থাৎ, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)-র সাথে নিবন্ধিত। বার্ষিক প্রতিবেদন তৎসহ বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.manaksiacoatedmetals.com,** যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত সেই স্টক এক্সচেঞ্জে অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং **এনএসডিএল-র ওয়েবসাইট (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) www.evoting.nsdl.com** থেকে।

রিমোট ই-ভোটিং তথ্য

- কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ -এর (সংশোধিতমতো) রুল ২০ ও লিস্টিং রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৪৪ -এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্টের ১০৮ ধারার বিধানাবলি এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কোম্পানি সানন্দে জানাচ্ছে, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') -এর ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১৩তম এজিএমে বিবেচিত হওয়ার জন্য প্রস্তাবিত সমস্ত প্রস্তারে উপর সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোটদানের জন্য ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- রিমোট ই-ভোটিং উইন্ডো খুলবে **২৬ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ শনিবার সকাল ০৯:০০টায় (আইএসটি) এবং বন্ধ হবে ২৮ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ সোমবার বিকাল ০৫:০০টায় (আইএসটি)**। এই সময়কালে কোম্পানির সদস্যরা ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে **কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট) অর্থাৎ ২২ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার** -মতো শেয়ার ধারণ করেন, তাঁরা বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোট দান করতে পারেন। এরপরে এনএসডিএল ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবে। কোনও সদস্য একবার ভোট দিলে পরে তাকে তা বদল করতে দেওয়া হবে না। রিমোট ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা এজিএমে যোগ দিতে পারেন কিন্তু আবার এজিএমে তাঁদের ভোট দান করতে পারবেন না। **কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ২২ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার** মতো সদস্য নন এমন ব্যক্তিরা এজিএমের নোটিস কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বলেই গণ্য করবেন। কোনও বক্তি যিনি কোম্পানি শেয়ারের অধিকারী এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এই এজিএম-এর নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট পাঠানোর পরে এবং শেয়ার ধারণ করেন **কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট) অর্থাৎ ২২ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার** মতো, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং -এর জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ডের উদ্দেশ্যে এনএসডিএল -কে **evoting@nsdl.co.in** বা **kolkata@linktime.co.in** -তে অনুরোধ জানাতে পারেন। যে-সব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং -এর জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল -এ রেজিস্টার্ড তাঁরা অবশ্য তাঁদের বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন।
- কোনও জিজ্ঞাসা/অভিযোগ থাকলে সদস্যরা শেয়ারধারীদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য যা প্রাপ্তব্য এনএসডিএল-এর ডাউনলোডস সেকশন অধীন ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** বা ফোন করুন টোল ফ্রি নম্বরে : ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ বা অনুরোধ পাঠান **evoting@nsdl.co.in** -এ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে :
  (ক) মিজ পল্লভী মহাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, ''এ'' উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩, টেলিফোন নং ০২২-২৪৯৯৪৩৬০/০২২ - ২৪৯৯৪৫৪৫ -তে অথবা ই-মেল আইডি : **pallavid@nsdl.co.in** এবং **evoting@nsdl.co.in** -তে।
  (খ) শ্রীমতী শ্রুতি আগরওয়াল, কোম্পানি সেক্রেটারি, মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১, টেলিফোন নং ০৩৩-২২৪৩৫০৫৩ বা ই-মেল **investor.relations@mcmil.in** -তে।

ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানকারী সদস্যদের প্রতি নির্দেশ

- সদস্যদের এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম সিস্টেম মারফত এজিএম- যোদগানের সুবিধা দেওয়া হবে। সদস্যরা তাঁদের রিমোট ই-ভোটিং লগইন ক্রিডেনশিয়াল ব্যবহার করে তা পেতে পারেন এখানে **www.evoting.nsdl.com/** under shareholders/members। এজিএম-এর নোটিসে ভিসি/ওএভিএম মারফত এজিএম -এ যোগদানের বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণিত আছে।

সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বই বন্ধ

- কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ -এর রুল ১০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪২ -এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্টের ৯১ ধারার বিধানাবলি অনুসারে এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞাপিত দেওয়া হচ্ছে যে, সদস্যদের রেজিস্টার শেয়ার হস্তান্তর বই এজিএম -এর জন্য **২৩ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ বুধবার থেকে ২৯ অগস্ট, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার পর্যন্ত (উভয়দিন সহ)** বন্ধ থাকবে।
- ১৩তম এজিএম শেষ হওয়ার ২টি কর্ম দিবসের মধ্যে ভোটের ফল বেরোবে। এইরূপ ফলাফল কোম্পানি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই লিঃ) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই লিঃ)-তেও পাঠাবে। ঘোষিত ফল সেইসঙ্গে স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট **www.manaksiacoatedmetals.com** -তে। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেডের (বিএসই) কাছেও এই ধরনের ফলাফল পাঠানো হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রুতি আগরওয়াল
স্থান: কলকাতা **কোম্পানি সেক্রেটারি**
তারিখ: ৭ অগস্ট, ২০২৩ **সদস্য নং FCS 12124**

নবম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার খানাকুলের এক নাবালিকা ছাত্রীকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল খানাকুলের এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে খানাকুল থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শেখ রহিত। জানা গেছে, খানাকুলের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ হয় খানাকুলের খুনিয়াচক এলাকার যুবক শেখ রহিতের। বেশ কিছুদিন ধরেই ফেসবুকে দু'জনে কথা বলে। তারপরেই শুক্রবার ওই যুবক ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করে। ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর দু'জনে পালিয়ে যায় হাওড়ায়। ওই দিন রাত্রিবেলাই ওই ছাত্রীকে আবার ওই যুবক তার বাড়ির পাশে নামিয়ে দিয়ে যায়। ছাত্রীটি বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ায় সন্দেহ হয় পরিবারের লোকজনদের। বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছাত্রীটি সমস্ত কথা তার মাকে জানায়। এরপরই খুনিয়াচকের ওই যুবকের বিরুদ্ধে ছাত্রীর মা লিখিত অভিযোগ জানায় থানায়। ছাত্রীটিকে চিকিৎসাও করানো হয়। মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, দু'জনের সম্পর্কের জেরে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই কারণেই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল তারা। কিন্তু ছাত্রীটি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় ওই দিন রাত্রিবেলা পুনরায় তাকে বাড়ির পাশে রেখে যাওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও পকসো আইনে মামলা করা হয়েছে।

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ

ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/ চার্জযোগ্য ঠিকানা, যার বাস্তবিক/গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির তফসিল

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি (গুলির) বন্ধকদাতা (গণ)]	ক) সারফেইসি এক্টের সেকসন ১৩(২) অধীন দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) সারফেইসি এক্টের সেকসন ১৩(৪) অধীন দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) রিজার্ভ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
১.	ক) মূল শাখা : গড়িয়া খ) মেসার্স গুড উইল এন্টারপ্রাইজেস স্বত্বাধিকারী- রত্নেশ্বর মিশ্র ২৩, সাধনা ঔষধালয় রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬। গ) রত্নেশ্বর মিশ্র, পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র ই-৩, পঞ্চম তল, প্রমিত অ্যাপার্টমেন্ট, গোরক্ষা বাসি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৮। অ্যাকা. নং : ১৪৩২৫০০১১৯৫৪ সম্পত্তি আইডি : PUNBU64640555001	মৌজা সিতগাছি, জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৯০, আরএস দাগ নং ৩৫১০ দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অধীনে, প্রেমিসেস নং ৩৭৩, গৌরক্ষা বাসি রোড, থানা- দমদম, কলকাতা -৭০০ ০২৮, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এর অধীনে ০৫ কাঠা ১২ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির উপর ৫ম তলায় ফ্ল্যাট নং ই-৩-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক পরিমাপ ৭৫০ বর্গফুট সুপারবিল্ট আপ সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক বাস্তু জমির শেয়ার। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর-কমন প্যাসেজ দ্বারা, দক্ষিণ-পথ দ্বারা, পূর্ব-গোরক্ষা বাসি রোড দ্বারা, পশ্চিম-পথ দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- রত্নেশ্বর মিশ্র,** পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র **(ঋণগ্রহীতা)।**	ক) ১১.০৮.২০১৯ খ) ৯৩,৭৯,৬০৭.৫০ টাকা তদুপরি ০১.০৮.২০১৯ থেকে কার্যকর আরও সুদ গ) ০৩.১০.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২০.২৫ লক্ষ টাকা খ) ২.০৩ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
২.	ক) মূল শাখা : গার্ডেন রিচ খ) মেসার্স শ্রী রানীসতী ইলেক্ট্রিক্যালস স্বত্বাধিকারী- শ্রী মহেশ পান্ডে গ) শ্রী মহেশ পান্ডে, পিতা- শ্রী মহেন্দ্র পান্ডে, ২১০, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, জিনজিরা বাজার, পোস্ট ও থানা- পর্ণশ্রী কলকাতা - ৭০০ ০৬০। অ্যাকা. নং : ০৭১৮২৫০৩০২৬২৩ সম্পত্তি আইডি : PUNBU45639739001	কমবেশি প্রায় ২৭০ বর্গফুট পরিমাপের একটি বাণিজ্যিক দোকানের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, মিউনিসিপ্যাল প্রিমিসেস নং ২১০, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, জিনজিরা বাজার, পোস্ট ও থানা- পর্ণশ্রী, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৬০, ২০১৩ সালের দলিল নং আই-৭২৬২ হচ্ছে। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - কেএমসি খাল/ড্রেন দ্বারা, দক্ষিণ - ২০ ফুট উপেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, পূর্ব - মাধব সিং এর বাড়ি, পশ্চিম - মিস্টার ঝা এর ঔষধের দোকান। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- মহেশ পান্ডে,** পিতা- প্রয়াত মহেন্দ্র পান্ডে।	ক) ১৪.১০.২০১৯ খ) ৩৫,৩১,২২৯.০০ টাকা তদুপরি ০১.১০.২০০৯ থেকে কার্যকর আরও সুদ গ) ০৪.০১.২০২০ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম অর্ডার গৃহীত হয়েছে)	ক) ১১.৬০ লক্ষ টাকা খ) ১.১৬ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
৩.	ক) মূল শাখা : গড়িয়া খ) মেসার্স মায়া জুয়েলারি প্যালেস স্বত্বাধিকারী- শ্রী আশিস বিশ্বাস গ্রাম - পূর্ব হোটর, পোস্ট - হোটর, থানা- মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন - ৭৪৩ ৬১০। গ) শ্রীমতী মায়া বিশ্বাস (জামিনদার) স্বামী- শ্রী অশোক বিশ্বাস গ্রাম - পূর্ব হোটর, পোস্ট - হোটর, থানা- মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন - ৭৪৩ ৬১০। অ্যাকা. নং : ০১৪৩২৫০০১২০৮৭ সম্পত্তি আইডি : PUNBMAYAJEWELLER	প্রায় ২ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এবং তার উপর স্থাপিত দুতলা ভবন এবং হোটর মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৩৬, আরএস খতিয়ান নং ৩০৫, আরএস দাগ নং ২৩৫২, থানা- মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হোটর মারজাদা গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - বিমল পুরকায়েতের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ - সাধারণ পথ দ্বারা, এবং স্বপন হাজরার সম্পত্তি, পূর্ব - শ্যামল কয়ালের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম - বিলাশ হাজরা এবং মলয় হাজরার সম্পত্তি দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী মায়া বিশ্বাস,** স্বামী- অশোক বিশ্বাস।	ক) ১১.০১.২০১০ খ) ৩৬,২৬,৬০৬.০০ টাকা তদুপরি ০১.০৪.২০২০ থেকে কার্যকর আরও সুদ গ) ১৫.০৭.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম অর্ডার গৃহীত হয়েছে)	ক) ৩৩.৯৫ লক্ষ টাকা খ) ৩.৪০ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
৪.	ক) মূল শাখা : সরশুনা খ) ববিতা শ' ও দীপক শ' সি-১, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং ৬১৩, দক্ষিণ বেহালা রোড, পূর্ব বড়িষা, ওয়ার্ড নং ১২৬, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা -৭০০ ০৬১। গ) ববিতা শ' ও দীপক শ' পি-২০৬, ডাঃ এ. কে. পাল রোড, সর্বমঙ্গলা পল্লী, কলকাতা , ৭০০ ০৩৪। অ্যাকা. নং : ০৩৬০৩০০০৩৩০৩৫ এবং ০৩৬০৩০০০৩৪০৫২ সম্পত্তি আইডি : PUNBBABITASHAW	মৌজা - পশ্চিম বড়িষা, জেএল নং ১৯, আরএস- নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ১৫৬৩ এর অধীনে পরগনা-খাসপুর, দাগ নং ১১১৯/২৩২২ কেএমসি প্রেমিসেস নং ৬১৩, দক্ষিণ বেহালা রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর এখন সরসুনা, কলকাতা - ৭০০ ০৬১, কেএমসির অধীনে ১২৬ নং ওয়ার্ড, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) এ বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চতুর্থ তলায় ববিতা শ' ও দীপক শ'-এর ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। ২০১৯ সালের দলিল নং ১৬০৭০৩০০৬। **সম্পত্তিটির স্বত্বাধিকারী ববিতা শ' এবং দীপক শ'।**	ক) ১০.১২.২০২১ খ) ১৮,২৮,৪১৮.৪২ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ২৫.০২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)	ক) ১৭.৬০ লক্ষ টাকা খ) ১.৭৬ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
৫.	ক) মূল শাখা : গড়িয়া খ) শ্রী মিলন কুমার পাত্র সুভাষ ব্লক মানিকপুর, পোস্ট -হরিনাভি, থানা- সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০ ১৪৮। গ) শ্রীমতী প্রতিমা দেব নাথ স্বামী- শ্রী মিলন কুমার পাত্র পোলাঘাট, বিধান ব্লক, পোস্ট -চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৪৯। অ্যাকা. নং : ০১৪৩৩০০০৪০২৩৯ সম্পত্তি আইডি : PUNBMILANPATRA01	"সৃষ্টি হাইট" নামক বিল্ডিংয়ের উত্তর-পূর্ব দিকে ৪৮১৫ বর্গফুট পরিমাপের ২য় তলার ফ্ল্যাট নং এ-৪ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- মানিকপুরে অবস্থিত। জেএল - ৭৭, আরএস-২২৬, তৌজি- ৪১২, পরগনা - মাগুরা, আরএস ও এলআর দাগ নং ৫৪, আরএস খতিয়ান ৪৪৯ এবং ৫৭৩ সংশ্লিষ্ট এলআর খতিয়ান ২২৩৮, ২২৩৯ এবং ২২৪০, রাজপুর- সোনারপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ , হোল্ডিং নং ২৮২, সুভাষ ব্লক, থানা - সোনারপুর, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা -৭০০ ১৪৮, ২০১৭ সালের ডিড অফ কনভেয়েন্স আই-১৬০৮-০৪৫৬৫, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৬০৮-২০১৭, পৃষ্ঠাগুলি ১০১২৮৮ থেকে ১০১২৫ তে **নিবন্ধিত শ্রী মিলন কুমার পাত্র এর নাম।** জমির প্রেমিসেসটি যথাযথভাবে **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - দ্বিজেন্দ্র লাল হালদার, দক্ষিণ - অন্যের জমি, পূর্ব - হরিণাভী মৌজা, পশ্চিম - ১২ ফুট রোড দ্বারা।	ক)১৬.০৭.২০২১ খ) ২৪,৩৪,৮৭১.০০ টাকা তদুপরি ০১.০৪.২০২০ থেকে কার্যকর আরও সুদ গ) ২৫.০৭.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন)	ক) ২০.৯৭ লক্ষ টাকা খ) ২.১০ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
৬.	ক) মূল শাখা : বেহালা খ) মেসার্স সাপ্লাই সিন্ডিকেট শ্রী শ্রীকান্ত বিশ্বাস (স্বত্বাধিকারী) গ) ১. শ্রী শ্রীকান্ত বিশ্বাস স্বত্বাধিকারী- সাপ্লাই সিন্ডিকেট ২. শ্রীমতী সুস্মিতা বিশ্বাস (জামিনদার) উভয়েরই ঠিকানা- ৪২/২সি, এস.এন. রায় রোড, সাহাপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৮। অ্যাকা. নং : ০০৮৬২৫০৩০১০৬০ (সিসি) এবং ০০৮৬৩০০২১৮৩৪৪ (টিএল) সম্পত্তি আইডি : PUNBU53526411001	কমবেশি ০১ (এক) কাঠা ০৮ (আট) ছটাক ০১ (এক) বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, সেইসঙ্গে তার উপর থাকা একটি অ্যাসবেস্টস শেড কাঠামো যার পরিমাপ প্রায় ৩০০ বর্গফুট এবং সাহাপুর মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ০৮, তৌজি নং ৯৩/১০১, দাগ নং ১৯৬৯, খতিয়ান নং ৪০৪, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১৮ এর অধীনে, প্রেমিসেস নং ১১৫ বি, এস.এন. রায় রোড, থানা-বেহালা, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) এটির ডাক ঠিকানা- ৪২/২বি, এস.এন. রায় রোড, থানা- বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩৮, (সাহাপুর নবারুণ সংঘ ক্লাবের কাছে)। **উল্লিখিত সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ-** উত্তর - শ্রীমতী বীথি সাঁতার জমি দ্বারা, দক্ষিণ - কেএমসি ড্রেন দ্বারা, পূর্ব - জগন্নাথ মান্নার জমি দ্বারা, পশ্চিম - ৪ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ এবং শ্রী সৌমেন রায় এবং শ্রীমতী শুভ্র দাস এর জমি এবং ভবন দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী শ্রীকান্ত বিশ্বাস,** পিতা-প্রয়াত দশরথী বিশ্বাস।	ক) ১৪.০৬.২০১৯ খ) ২২,১৭,২৫১.৯২ টাকা তদুপরি ০১.০৬.২০১৯ কার্যকর আরও সুদ গ) ১৩.০৯.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২৬.১২ লক্ষ টাকা খ) ২.৬২ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
৭.	ক) মূল শাখা : গড়িয়া খ) মেসার্স আর.এস.টি. প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি স্বত্বাধিকারী- রঞ্জনা চৌবে গ) রঞ্জনা চৌবে ১৮৯, রায় বাহাদুর রোড, মেইল-২৪০, বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩। অ্যাকা. নং : ০১৪৩২৫০০১২০৯৬ সম্পত্তি আইডি : PUNBRST001	নাহাজারী গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা নাহাজারীর অধীনে প্রায় ৮.২৫ ডেসিমেল পরিমাপের শালি জমি এবং কারখানার এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১৪, আরএস নং ৯১, তৌজি নং ৩৫২, পরগনা - বালিয়া, আরএস খতিয়ান নং ২১৫০ আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪১৯৮, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা শ্রীমতী রঞ্জনা চৌবে এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১৬১৩০৬৪৬৩ এর মাধ্যমে এডিএসআর বিষ্ণুপুর, আলিপুর ৪ এর জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর দিকে - আরএস দাগ নং ১১৪৯, দক্ষিণে - আরএস দাগ নং ১১৯৮, পূর্ব দিকে - ২৫' কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে - আরএস দাগ নং ১১৪৮। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: রঞ্জনা চৌবে,** স্বামী- গোপাল চৌবে।	ক) ১৬.০৭.২০২১ খ) ৫৫,৫৫,২৭৬.৯০ টাকা তদুপরি ০১.০৪২০২১ কার্যকর আরও সুদ গ) ০৩.০২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২৩.৬৭ লক্ষ টাকা খ) ২.৩৭ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
৮.	ক) মূল শাখা- গড়িয়াহাট খ) মেসার্স চন্দ্রিমা কনস্ট্রাকশনাল কর্পোরেশন, স্বত্বাধিকারী- শ্রী উৎপল সর্বাধিকারি অফিস- ১০/৩, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯। গ) শ্রী উৎপল সর্বাধিকারি পিতা- প্রয়াত সুধাংশু সর্বাধিকারি ১০/৩, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৯। অ্যাকা. নং : ০০৯২৩০০০১১৫৭৭ সম্পত্তি আইডি : PUNB826520200053	উল্লেখিত সম্পত্তি "ম্যাগনাম শপিং-কাম-রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স"-এর প্রথম তলা এবং ২য় তলায় বাণিজ্যিক দোকান যার হোল্ডিং নং ১৪/১, কুলপি রোড, ভট্টাচার্য পাড়া, পোস্ট ও থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১৪৪ বারুইপুর পৌরসভার অধীনে অবস্থিত। মোট পরিমাপ ১০৬৮২ বর্গফুট। (১ম তল = ৩৮০০ + ২য় তল = ৬৮৮২)। **স্বত্বাধিকারীর নাম- শ্রী উৎপল সর্বাধিকারী।**	ক) ০৪.০৭.২০১১ খ) ৯৮,৮৭,৪৫৭.০০ টাকা তদুপরি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ০২.০৬.২০১২ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)	ক) ৩১৭.২৬ লক্ষ টাকা খ) ৩১.৭৩ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ৩.০০ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
৯.	ক) মূল শাখা : গড়িয়া খ) জনাব সেখ আলমগীর পিতা- সেখ আবু জাফর গ্রাম - সুন্দিয়া, সোনারপুর, থানা- ভাঙ্গড়, কলকাতা - ৭৪৩ ৩৩০। গ) মিসেস রেহানা বেগম (জামিনদার) স্বামী- সেখ আবু জাফর গ্রাম - সুন্দিয়া, সোনারপুর, থানা- ভাঙ্গড়, কলকাতা - ৭৪৩ ৩৩০। অ্যাকা. নং : ০১৪৩৩০০০৩৯৬৯৫ সম্পত্তি আইডি : PUNBU64736628001	মৌজা - সাতবেড়িয়ায় অবস্থিত একটি দোতলা বিল্ডিং সহ প্রায় ১৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার জেএল নং ১১০, তৌজি নং- ৯৮৭, আরএস খতিয়ান নং ৫৬০, হাল খতিয়ান নং ৫৮৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৪১, আর.এস. দাগ নং ৫২৯, এলআর দাগ নং ৫৬৪, চন্দনেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারের অধীনে, পোস্ট-চন্দনেশ্বর, থানা - ভাঙ্গড়, পিন- ৭৪৩ ৩৩০, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - স্বত্বাধিকারীদের জমি, দক্ষিণ-স্বত্বাধিকারীদের জমি, পূর্ব - ১২' প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম - স্বত্বাধিকারীদের জমি। **সম্পত্তির মালিক- রেহানা বেগম,** স্বামী- প্রয়াত আবু জাফর।	ক) ০১.০৮.২০১৯ খ) ৭৩,৯৭,৭৯৩.০০ টাকা তদুপরি ০১.০৮২০১৯ থেকে কার্যকর আরও সুদ গ) ০২.১০.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম অর্ডার গৃহীত হয়েছে)	ক) ৩৭.৩৮ লক্ষ টাকা খ) ৩.৭৪ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
১০.	ক) শাখা : গড়িয়া খ) মেসার্স ঘোষ বিল্ডার্স অরুণ কুমার ঘোষ গ) অরুণ কুমার ঘোষ গ্রাম - মোহনপুর, পোস্ট - দক্ষিণ, মোহনপুর, থানা- মগরাহাট, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, মগরা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৬১০। অ্যাকা. নং : ০১৪৩২৫০০১২১০২, ০১৪৩৩০০০৪৩৫৭৩ সম্পত্তি আইডি : PUNBGHOSHBUILD	দোতলা আবাসিক তথা বাণিজ্যিক ভবন সহ ৫.৮৯ ডেসিমেল = ৩.৫৬ কাঠা বা ২৩৮.১২ বর্গমিটার পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৩, ৯২, ২৪, ৭৭ এবং এলআর খতিয়ান নং ৪৫৩, আরএস ও এলআর দাগ নং ৪৮, থানা - মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯৯৮ সালের বিক্রয় দলিল নং ২০৪০ এর অধীনে, ২০০২ সালের বিক্রয় দলিল নং ২০৪১, ২০০১ সালের বিক্রয় দলিল নং ৪১৯, ২০০২ সালের বিক্রয় দলিল নং ৪২১, ২০০২ সালের বিক্রয় দলিল নং ৩৬৫৫, সবগুলিই অরুণ কুমার ঘোষের নামে এডিএসআর - মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যথাযথভাবে নিবন্ধিত।	ক) ০৭.০৮.২০২১ খ) ৭৫,৮৭,৪৫৮.০০ টাকা তদুপরি সুদ গ) ২৪.১২.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন)	ক) ৫৮.৬৩ লক্ষ টাকা খ) ৫.৮৭ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
১১.	ক) মূল শাখা : কলকাতা এসএসআই (০৮৮০১০) খ) মেসার্স বিএসইআরএআইএল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাঃ লিঃ রেজিস্টার্ড ঠিকানা - ৪, যতীন দাস রোড, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০ ০২৯, পশ্চিমবঙ্গ গ) ১. শ্রীমতী কুসুম আগরওয়াল (বন্ধকদাতা ও জামিনদার) স্বামী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল ২. শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা ও জামিনদার) পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল ৩. শ্রী কুণাল আগরওয়াল (ডিরেক্টর ও জামিনদার) পিতা- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল সকলেরই ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৬ই এবং ৬ডি, ৭ম তল, টাওয়ার - ৪, ডায়মন্ড সিটি সাউথ, ৫৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, শরৎ পল্লী, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৪১, পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও এখানে- ফ্ল্যাট নং ১১সি, সিটি হাই, ৮৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩, পশ্চিমবঙ্গ। অ্যাকা. নং : ০৮৮০৪০১১০০১১৪৬ এবং অন্যান্য সম্পত্তি আইডি : PUNBBSERAIL001	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য় তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ১৪৩৫ (এক হাজার চারশত পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । ৪৬ নং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেসে আইডিয়াল রেসিডেন্সি নামক কমপ্লেক্সের ব্লক-ডি অংশে সেইসঙ্গে আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস ১ (এক) টি মাঝারি আকারের গাড়ি পার্ক করার অধিকার সহ যার নং বি-১২৪ (ডি- ১এ) উল্লিখিত আইডিয়াল রিজেন্সির প্রেমিসেসের বেসমেন্ট ফ্লোরে পরিমাপ প্রায় ১৩৫ বর্গফুট, ডায়মন্ড হারবার রোড (পোস্টাল ঠিকানা- ১৮২/১১৫, ডায়মন্ড হারবার রোড), থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের, সীমার মধ্যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী কুসুম আগরওয়াল,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত -** উত্তর - খাদ (পি), ফ্ল্যাট নং ১সি এবং নালী (পি); দক্ষিণ - খোলা আকাশ; পূর্ব - অন্যান্য ফ্ল্যাট, পশ্চিম - লিফট এবং সিঁড়ি দ্বারা।	ক) ২৩.১২.২০২২ খ) ৫,৩৫,৫২,৩৯৯.৩৭ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৭.০৪.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন)	ক) ৭২.৪৫ লক্ষ টাকা খ) ৭.২৫ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ১.০০ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
১২.	ক) মূল শাখা : কলকাতা এসএসআই (০৮৮০১০) খ) মেসার্স বিএসইআরএআইএল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাঃ লিঃ রেজিস্টার্ড ঠিকানা - ৪, যতীন দাস রোড, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০ ০২৯, পশ্চিমবঙ্গ গ) ১. শ্রীমতী কুসুম আগরওয়াল (বন্ধকদাতা ও জামিনদার) স্বামী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল ২. শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা ও জামিনদার) পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল ৩. শ্রী কুণাল আগরওয়াল (ডিরেক্টর ও জামিনদার) পিতা- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল সকলেরই ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৬ই এবং ৬ডি, ৭ম তল, টাওয়ার- ৪, ডায়মন্ড সিটি সাউথ, ৫৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, শরৎ পল্লী, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৪১, পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও এখানে- ফ্ল্যাট নং ১১সি, সিটি হাই, ৮৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩, পশ্চিমবঙ্গ। অ্যাকা. নং : ০৮৮০৪০১১০০১১৪৬ এবং অন্যান্য সম্পত্তি আইডি : PUNBBSERAIL002	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৫ডি, ৬ষ্ঠ তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ১৬৭০ (এক হাজার ছয়শ সত্তর) বর্গফুটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ৪৬ নং মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেসে আইডিয়াল রেসিডেন্সি নামক কমপ্লেক্সে সেইসঙ্গে আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস ১ (এক) টি মাঝারি আকারের গাড়ি পার্ক করার অধিকার সহ যার নং বি-১১৩ (এ-৫ডি) উল্লিখিত আইডিয়াল রিজেন্সির প্রেমিসেসের বেসমেন্ট ফ্লোরে পরিমাপ প্রায় ১৩৫ বর্গফুট, ডায়মন্ড হারবার রোড (পোস্টাল ঠিকানা- ১৮২/১১৫, ডায়মন্ড হারবার রোড), থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের, সীমার মধ্যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **স্বত্বাধিকারী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল,** পিতা-. শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - খোলা আকাশ; দক্ষিণ - ফ্ল্যাট নং ৫ই; পূর্ব- খোলা আকাশ; পশ্চিম - সিঁড়ি দ্বারা।	ক) ২৩.১২.২০২২ খ) ৫,৩৫,৫২,৩৯৯.৩৭ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৭.০৪.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন)	ক) ৮৭.৪০ লক্ষ টাকা খ) ৮.৭৪ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ১.০০ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
১৩.	ক) মূল শাখা : কলকাতা ৫৫১ (০৮৮০১০) খ) মেসার্স বিএসইআরএআইএল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাঃ লিঃ রেজিস্টার্ড ঠিকানা - ৪, যতীন দাস রোড, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০ ০২৯, পশ্চিমবঙ্গ গ) ১. শ্রীমতী কুসুম আগরওয়াল (বন্ধকদাতা ও জামিনদার) স্বামী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল ২. শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা ও জামিনদার) পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল ৩. শ্রী কুণাল আগরওয়াল (ডিরেক্টর ও জামিনদার) পিতা- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল সকলেরই ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৬ই এবং ৬ডি, ৭ম তল, টাওয়ার - ৪, ডায়মন্ড সিটি সাউথ, ৫৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, শরৎ পল্লী, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৪১, পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও এখানে- ফ্ল্যাট নং ১১সি, সিটি হাই, ৮৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩, পশ্চিমবঙ্গ। অ্যাকা. নং : ০৮৮০৪০১১০০১১৪৬ এবং অন্যান্য সম্পত্তি আইডি : PUNBBSERAIL003	১২তম তলায় আবাসিক ইউনিট (ফ্ল্যাট) নং ১১-সি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার প্রায় ১১৩২ (এক হাজার একশত বত্রিশ) বর্গফুট বিল্টআপ এলাকা রয়েছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ, সিটি হাই নামক কমপ্লেক্সের টাওয়ার-১-এ গঠিত মিউনিসিপ্যাল প্রিমিসেস নং ৮৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৭০০০৩৩, থানা-যাদবপুরে একটি বিভক্ত এবং সীমাবদ্ধ অংশে নির্মিত। সাব-রেজিস্ট্রেশন জেলা- আলিপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের ৯৪ নং ওয়ার্ডের মধ্যে। **স্বত্বাধিকারী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল,** পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - লবি (পি), সিঁড়ি (পি) এবং লিফট (পি); দক্ষিণ - খোলা আকাশ; পূর্ব - খোলা আকাশ; পশ্চিম - ফ্ল্যাট নং ১১ বি দ্বারা।	ক) ২৩.১২.২০২২ খ) ৫,৩৫,৫২,৩৯৯.৩৭ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৭.০৪.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন)	ক) ১৩৫.২০ লক্ষ টাকা খ) ১৩.৫২ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ৩.০০ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
১৪.	ক) মূল শাখা- টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো (০৬৭৫২০) খ) ১. মেসার্স মিত্র এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- অর্পিতা মিত্র ৫৫, ইশ্বর চ্যাটার্জি রোড, কুন্ডুবাগান, কলকাতা - ৭০০ ১১৫। ২. শ্রীমতী অর্পিতা মিত্র ফ্ল্যাট নং এ, ৩য় তল, বিশ্বনাথ ভবন, পুরাতন কলকাতা রোড, ব্যারাকপুর পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ১১, থানা- টিটাগড়, কলকাতা - ৭০০ ১২৩। জামিনদার- শ্রী অচিন্ত্য কুমার ঘোষ প্রেমিসেস নং ২, রেল পার্ক, ইশ্বর চ্যাটার্জি রোড, রেনু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি-৪, চতুর্থ তল, সোদপুর, থানা- খড়দহ, কলকাতা - ৭০০ ১১০ অ্যাকা. নং : ০৬৭৫২১০৩০৫৭৪৭ সম্পত্তি আইডি : PUNB826520200020	উল্লিখিত একটি চার (জি + ৩) তলা বিল্ডিং যার নাম "বিশ্বনাথ ভবন" নামক আবাসিক এ ৩য় তলায় (উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ দিকে) ফ্ল্যাট নং এ এর সকল, হোল্ডিং নং ১৩৯ (৮৩/বি) ওল্ড কলকাতা রোডে অবস্থিত , মৌজা - চানক, জেএল নং ০৪, রে.সা. নং ৩৯, তৌজি নং ২৯৯৮, আরএস দাগ নং ৭৮৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৭, পরিবর্তিত খতিয়ান নং ২৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৫৭২৫, ৫৭২৬, ৫৭২৩, ৫৭২৪, ওয়ার্ড নং ১১ ব্যারাকপুর পৌরসভার অধীনস্থ, পোস্ট - ব্যারাকপুর, থানা- টিটাগড়, জেলা - ২৪ পরগনা উত্তর, পশ্চিমবঙ্গ। ফ্ল্যাটের সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া- কমবেশি ৭১৮ বর্গফুট। **স্বত্বাধিকারীর নাম- শ্রীমতী শিখা ঘোষ এবং শ্রীমতী অর্পিতা মিত্র।**	ক) ২৭.১১.২০১৭ খ) ১,৩১,৩৪,১০৩.০০ টাকা তদুপরি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ১৪.০৩.২০১৮ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম অনুমতি গৃহীত হয়েছে)	ক) ২২.২২ লক্ষ টাকা খ) ২.২৩ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
১৫.	ক) মূল শাখা : লেক রোড (০৩৪৪২০) খ) মেসার্স ম্যাক্রো টেক ইন্ডিয়া পি-২১, ফেজ-৩, কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, কলকাতা - ৭০০ ১০৭। গ) ১. শ্রী সন্দীপ কুমার মুখোপাধ্যায় (জামিনদার) ২. ডাঃ দিয়া বসু (জামিনদার) স্বামী- শ্রী সন্দীপ কুমার মুখোপাধ্যায় ১০২, সাউদার্ন অ্যাভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ৭এনডব্লিউ, সরোবর বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০২৯। ৩. শ্রীমতী অঞ্জনা শ্রীবাস্তব এফই/১২৭, সেক্টর-৩, সল্ট লেক, থানা - বিধাননগর (পশ্চিম), কলকাতা - ৭০০ ০৯১। অ্যাকা. নং: ০৩৪৪২৫০২০০২৮১ এবং ০৩৪৪৩০০২২২৪৩৩ সম্পত্তি আইডি : PUNB826520200074	মৌজা - দীঘা, থানা - বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা সাব রেজিস্ট্রি অফিস কদম্বগাছি, জেএল নং ৯৮, তৌজি নং ১২ (নতুন), ১৪৬ (পুরানো) দাগ নং ১৮২২, ১৮০১, ১৭৭৪, ১৮০০, ১৭৭৫ এবং ১৭৭৬, এলআর। খতিয়ান নং ১৫২,১৮৯,২৪৪,৪১১,৮৪২,৫৯২,২৪৬,৫৮৪, ৮৫, ৪৯,২৫১, ১৮৯ এবং ৩৫৫/১ এ অবস্থিত ৫ টি খালি জমি/সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, বিভিন্ন মাত্রায় জমির পরিমাপ যেমন (১) ০৪১/২ শতক/ডেসিমেল (২) ২৯৩/৪ শতক/ ডেসিমেল (৩) ১৫ শতক/ ডেসিমেল (৪) ২৮ শতক/ডেসিমেল (৫) ২৯ শতক/ডেসিমেল মোট ১০৬১/৪ শতক/ডেসিমেল ৫ নং পৃথক/ পৃথক বিক্রয় দলিলের নং ৬০৫,৬০৬, ৬০৭, ৬৩১ এবং ৬৩২ সকলই ২০০৪ সালে এডিএসআর- কদম্বগাছি এ নিবন্ধিত, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর) **মেসার্স ম্যাক্রোটেক ইন্ডিয়া, একটি অংশীদারি সংস্থা, বর্তমান স্বত্বাধিকারী এর নামে।**	ক) ১৫.০১.২০২১ খ) ১,৮৭,২৫,৩১৩.০৮ টাকা তদুপরি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আরও সুদ এবং চার্জ। গ) ২৮.০৪.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন করা হয়েছে)	ক) ৪৩.৪৩ লক্ষ টাকা খ) ৪.৩৫ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
১৬.	ক) মূল শাখা- গড়িয়া খ) মেসার্স সোনু গার্মেন্টস গ) ১. শ্রী মহিন্দর খুরানা পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা, ১০, জহরলাল নেহেরু রোড, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৩। ২. রাজেন্দ্র সিং খুরানা পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা ১/১কিউ, যুক্ত নগর কলোনি, হলি ফ্যামিলি, বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। ৩. শ্রী মহিন্দর খুরানা পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা, ১/১কিউ, যুক্ত নগর কলোনি, পি.জি.এম. শাহ রোড, পোস্ট- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪৫। অ্যাকা. নং: ০১৪৩২৫০০১১৩২৫ (সিসি) সম্পত্তি আইডি: PUNBU59850230001	প্রথম তলায় খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ জি+৩ তলা "হ্যাবিট্যাট এনক্লেভ" নামক বিল্ডিং এর ২য় তলায় জমি ও বিল্ডিং এ-১-এর ন্যায়সঙ্গত মৌজা- বারহাঁস ফরতাবাদ, প্লট নং ৩৮২/১৭২৭, ২৮১/১৮৬৫, ৩৮১/১৮৬৪, ৩৮০ এর অধীন, খতিয়ান নং ৪৮০, ১০৭০, জেএল নং ৪৭, এলাকা - ১৪৫৭ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ২৭৭০, নেতাজি সুভাষ রোড, পোস্ট- গড়িয়া, থানা- সোনারপুর, জেলা- ২৪ পগোনা (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০০৮৪। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - শ্রী এস. সুবাইয়া এর ফ্ল্যাট নং ১বি, দক্ষিণ - শ্রী মানস ব্যানার্জির ফ্ল্যাট নং ১ই, পূর্ব- শ্রী দেবাশীষ এবং মাম্পির ফ্ল্যাট নং ১সি এবং ১ডি, পশ্চিম - অভ্যন্তরীণ সাধারণ পথ দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী রাজেন্দ্র সিং খুরানা,** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা **(জামিনদার)।**	ক) ০৫.০৭.২০১৯ খ) ৮৩,৬১,৬০৫.০০ টাকা তদুপরি ০১.০৭.২০১৯ থেকে কার্যকর আরও সুদ গ) ১১.০৯.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম অর্ডার গৃহীত হয়েছে)	ক) ৬৯.০৫ লক্ষ টাকা খ) ৬.৯০ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
১৭.	ক) মূল শাখা : লেক রোড (০৩৪৪২০) খ) মেসার্স ম্যাক্রো টেক ইন্ডিয়া পি-২১, ফেজ-৩, কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, কলকাতা - ৭০০ ১০৭। গ) ১. শ্রী সন্দীপ কুমার মুখোপাধ্যায় (জামিনদার) ২. ডাঃ দিয়া বসু (জামিনদার) স্বামী- শ্রী সন্দীপ কুমার মুখোপাধ্যায় ১০২, সাউদার্ন অ্যাভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ৭এনডব্লিউ, সরোবর বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০২৯। ৩. শ্রীমতী অঞ্জনা শ্রীবাস্তব এফই/১২৭, সেক্টর-৩, সল্ট লেক, থানা - বিধাননগর (পশ্চিম), কলকাতা - ৭০০ ০৯১। অ্যাকা. নং: ০৩৪৪২৫০২০০২৮১ এবং ০৩৪৪৩০০২২২৪৩৩ সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200076	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ১০৮, কলকাতা- ৭০০ ১০৭, কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের (আনন্দপুর) প্লট নং পি- ২১, ফেজ- ৩-এ অবস্থিত লিজ হোল্ড সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, থানা- তিলজলা, জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা, এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড দ্বারা ৩ তলা বিল্ডিং প্ল্যানের নির্মাণ, একটি সরকারী সংস্থা যারা ইজারা দলিলটি ম্যাক্রোটেক ইন্ডিয়ার অনুকূলে ইজারাদাতা হিসাবে সম্পাদন করেছে। কলকাতার রেজিস্টার অফ অ্যাসুরেন্সের অফিসে ১৯৯৪ সালের বিয়িং নং ১৫১০২।	ক) ১৫.০১.২০২১ খ) ১,৮৭,২৫,৩১৩.০৮ টাকা তদুপরি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আরও সুদ এবং চার্জ। গ)২৮.০৪.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)	ক) ১২৯.৪৭ লক্ষ টাকা খ) ১২.৯৫ লক্ষ টাকা (৩১.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০১.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
১৮.	ক) মূল শাখা: কলকাতা এসএসআই (০৮৮০১০) খ) মেসার্স বিএসইআরএআইএল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাঃ লিঃ রেজিস্টার্ড ঠিকানা - ৪, যতীন দাস রোড, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০ ০২৯, পশ্চিমবঙ্গ গ) ১. শ্রীমতী কুসুম আগরওয়াল (বন্ধকদাতা ও জামিনদার) স্বামী- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল ২. শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল (ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা ও জামিনদার) পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল ৩. শ্রী কুণাল আগরওয়াল (ডিরেক্টর ও জামিনদার) পিতা- শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল সকলেরই ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ৬ই এবং ৬ডি, ৭ম তল, টাওয়ার - ৪, ডায়মন্ড সিটি সাউথ, ৫৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, শরৎ পল্লী, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৪১, পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও এখানে- ফ্ল্যাট নং ১১সি, সিটি হাই, ৮৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩, পশ্চিমবঙ্গ। অ্যাকা. নং: ০৮৮০৪০১১০০১১৪৬ এবং অন্যান্য সম্পত্তি আইডি : PUNBBSERAIL004	এল এন্ড বি শিল্প কারখানার জমির এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এবং রাকওয়া নং ১৫৫৫ গ্রাম - মেরুই, পরগণা - খিরন, তহসিল - লালগঞ্জ, জেলা- রায়বরেলি, ইউপি, পিন - ২২৯ ২০৬ এ অবস্থিত জমির পরিমাপ ০.৮৭৯০ হেক্টর, **শ্রী সঞ্জয় আগরওয়াল এর নামে,** পিতা- শ্রী সন্তোষ কুমার আগরওয়াল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - নালি, দক্ষিণ - রোড; পূর্ব- ক্ষেত, পশ্চিম- নালি দ্বারা।	ক) ২৩.১২.২০২২ খ) ৫,৩৫,৫২,৩৯৯.৩৭ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৭.০৪.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)	ক) ২৪১.৬১ লক্ষ টাকা খ) ২৪.১৭ লক্ষ টাকা (১১.০৯.২০২৩) গ) ৩.০০ লক্ষ টাকা	১২.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
১৯.	ক) শাখা : যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (১৫১৭২০) খ) মেসার্স রাধা স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৮, ক্যামাক স্ট্রিট, শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, প্রথমতল, দোকান নং ৭ এবং ৮, কলকাতা - ৭০০ ০১৭। গ) ডিরেক্টরগণ- ১. শ্রী প্রমোদ কুমার বাজোরিয়া ২. শ্রীমতী কিরণ বাজোরিয়া জামিনদারগণ- ১. শ্রী বিনোদ কুমার বাজোরিয়া ২. শ্রী অঙ্কিত বাজোরিয়া সকলেরই ঠিকানা- ডিএ-২০৩, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-১, ডিএ ব্লক কমিউনিটি হলের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪। অ্যাকা. নং: ১৫১৭২৫০০০০০৫৫ এবং ১৫১৭৩০০০০৬২৭৯ সম্পত্তি আইডি: PUNBRADHA007	দোকান নং ৭ এবং ৮ , মোট এলাকা ২৭৬ বর্গফুট, প্রতিটি মোট ৫৫২ বর্গফুট এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার প্রেমিসেস নং ৮, অবনীন্দ্রনাথ সরনী (ক্যামাক স্ট্রীট), ব্লক নং ১৯, হোল্ডিং নং ৬০, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৬৩ এর এক্তিয়ারের অধীনে, থানা- -শেক্সপেয়ার সরণি এর অধীনে, কলকাতা - ৭০০ ০১৭ (মেইলিং ঠিকানা- ৮, অবনীন্দ্রনাথ সরণী (ক্যামাক স্ট্রিট), শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০১৭ -তে উল্লিখিত সম্পত্তিটি স্থাপন করা ও অবস্থিত।	ক) ২৮.০৯.২০২১ খ) ৩,২৪,০৫,০১৬.২৬ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৬.০২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল (সিএমএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)	ক) ১১২.৫০ লক্ষ টাকা খ) ১১.২৫ লক্ষ টাকা (১১.০৯.২০২৩) গ) ১.০০ লক্ষ টাকা	১২.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা
২০.	ক) শাখা: যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (১৫১৭২০) খ) মেসার্স রাধা স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৮, ক্যামাক স্ট্রিট, শান্তিনিকেতন বিল্ডিং, প্রথমতল, দোকান নং ৭ এবং ৮, কলকাতা - ৭০০ ০১৭। গ) ডিরেক্টরগণ- ১. শ্রী প্রমোদ কুমার বাজোরিয়া ২. শ্রীমতী কিরণ বাজোরিয়া জামিনদারগণ- ১. শ্রী বিনোদ কুমার বাজোরিয়া ২. শ্রী অঙ্কিত বাজোরিয়া সকলেরই ঠিকানা- ডিএ-২০৩, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-১, ডিএ ব্লক কমিউনিটি হলের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪। অ্যাকা. নং: ১৫১৭২৫০০০০০৫৫ এবং ১৫১৭৩০০০০৬২৭৯ সম্পত্তি আইডি : PUNBRADHA008	প্রেমিসেস নং ৮, অবনীন্দ্র নাথ সরণি (ক্যামাক স্ট্রিট), ব্লক নং ১৯, হোল্ডিং নং ৬০ এর প্রথম তলায় অবস্থিত দোকান নং ৮ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মোট পরিমাপ ২৭৬ বর্গফুট, কেএমসি -এর এক্তিয়ারে ওয়ার্ড নং ৬৩, থানা- শেক্সপেয়ার সরণি অধীনে, কলকাতা -৭০০০১৭ (মেলিং ঠিকানা ৮, অবনীন্দ্র নাথ সরণি (ক্যামাক স্ট্রিট) শান্তিনিকেতল বিল্ডিং, কলকাতা- ৭০০ ০১৭ -তে উল্লিখিত সম্পত্তিটি স্থাপন করা এবং অবস্থিত।	ক) ২৮.০৯.২০২১ খ) ৩,২৪,০৫,০১৬.২৬ টাকা তদুপরি আরও সুদ গ) ১৬.০২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল (সিএমএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)	ক) ১০১.২৫ লক্ষ টাকা খ) ১০.১৩ লক্ষ টাকা (১১.০৯.২০২৩) গ) ১.০০ লক্ষ টাকা	১২.০৯.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা

সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্কের কাছে অজানা

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে'** এবং **'যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে'** এবং **'যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে'**।
২. উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য বাদ দেওয়া সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** মাধ্যমে **০১.০৯.২০২৩ তারিখ ক্র.নং (০১-১৭) এবং ১২.০৯.২০২৩ (ক্র. নং ১৮-২০) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: **www.ibapi.in**, **www.mstcecommerce.com**, **https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**

তারিখ : ০৫.০৮.২০২৩ / স্থান: কলকাতা — চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার/পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

আজ রাজ্যসভায় পেশ হতে পারে দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল !

নয়া দিল্লি, ৬ অগস্ট: আপ-সহ বিরোধীদের বিরোধিতা, অধিবেশন ওয়াকআউট সত্ত্বেও ইতিমধ্যে লোকসভায় পাশ হয়েছে দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল । বিরোধীদের পূর্ণ সমর্থন না থাকলেও শাসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিলটি লোকসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্যসভার পালা। আজ, সোমবার রাজ্যসভায় পেশ হতে পারে দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, ৭ অগস্ট, সোমবার অধিবেশনের শুরুতেই রাজ্যসভায় দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল পেশ করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেদিনই বিলটি নিয়ে আলোচনা শেষে সন্ধ্যাতেই ভোটাভুটি হয়ে যেতে পারে বলে সূত্রের খবর। তবে বিরোধীদের তরফে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিলের বিরোধিতা করতে পারেন বলে সূত্রের খবর। সুপ্রিম কোর্টেও বিলটি নিয়ে আপ-এর হয়ে সওয়াল করেছেন অভিষেক মনু সিংভি। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ১৯ মে সংসদে দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল পেশ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এই বিল মোতাবেক দিল্লির আমলাদের নিয়োগ ও বদলি সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ন্ত্রণ থাকবে কেন্দ্রের হাতে। যা মেনে নিতে পারেনি দিল্লি সরকার। সংসদের তীব্র বিরোধিতা জানানোর পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টেও যায় আম আদমি পার্টি। আপ-এর সমর্থনে সওয়াল করে ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য দলগুলিও। তারপর সেই বিলটি কিছুটা সংশোধন করে গত বৃহস্পতিবার ফের সরকারের তরফে দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল পেশ করা হয় লোকসভায়। বিরোধীদের তীব্র বিরোধিতার মধ্যেই সেই বিলটি ইতিমধ্যে লোকসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে।

সমীক্ষায় প্রতিমা, ত্রিশূল, কলস জ্ঞানবাপীতে, রবিতেও সমীক্ষা

বারাণসী, ৬ অগস্ট: আদালতের নির্দেশে জ্ঞানবাপী মসজিদে ইতিমধ্যেই সমীক্ষার কাজ শুরু করে দিয়েছে পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ । শনিবার ৪১ জন বিজ্ঞানীর একটি দল প্রায় সাড়ে সাত ঘন্টা ধরে মসজিদ চত্বরের দেওয়াল, স্তম্ভ এবং গম্বুজ, এবং ভূগর্ভস্থ অংশগুলি পরীক্ষা করে দেখেন। তাতেই নাকি একটি ৪ ফুট উচ্চতার প্রতিমা, ২ ফুট লম্বা ত্রিশূল এবং ৫টি কলস পাওয়া গেছে বলে সূত্রের খবর । রবিবারও চলেছে কাজ। কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাশী জোনের ডিসিপি, রাম সেবক গৌতম সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানভাপি মসজিদের কাছে নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে। ভিড়ের কথা মাথায় রেখে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সবকিছু সুচারুভাবে চলছে।

অন্য দিকে, শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিতর্কিত জ্ঞানবাপী মসজিদে শুরু হয়েছিল সমীক্ষার কাজ। পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ ছাড়াও আইআইটির বিশেষজ্ঞরাও ছিলেন সেখানে। সেই সমীক্ষায় মসজিদের দেওয়ালগুলিতে খোদাই করা ত্রিশূল, ঘণ্টা, স্বস্তিক চিহ্ন এবং ফুলের প্রতীকের খোঁজ মিলেছে । এই সমস্ত কিছুরই ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে। নিদর্শনগুলির নকশা, নির্মাণশৈলী খুঁটিয়ে দেখেছেন বিশেষজ্ঞরা। মসজিদের ভিতরে বিভিন্ন অংশের উচ্চতা এবং গভীরতা পরিমাপ করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ অংশগুলিও খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। সেই সমস্ত কিছুর নোটও নিয়েছেন এএসআই-এর বিশেষজ্ঞরা। রবিবার বারাণসীর জ্ঞানবাপী কমপ্লেক্সে সমীক্ষার তৃতীয় দিন। সমীক্ষা সকাল ৮টায় শুরু হয়ে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা কমপ্লেক্সের একটি বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালাচ্ছে এবং এই পদ্ধতিতে কোনও খনন করা হবে না। এএসআই কাঠামোর মৌলিকতা নিশ্চিত করতে কমপ্লেক্সের দেয়ালে উপস্থিত প্রতীক সংগ্রহ করছে। যদিও হিন্দু পক্ষ এই কাঠামোটিকে একটি মন্দির বলে দাবি করেছে, মুসলিম পক্ষ এটিকে মসজিদ বলে দাবি করেছে। ৫১-সদস্যের । দল ছাড়াও, ১৬ জনকে সমীক্ষায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নয় জন মুসলিম পক্ষ থেকে এবং সাত জন হিন্দু পক্ষ থেকে রয়েছে। আইনজীবীদের মতে, প্রাথমিক পর্যায়ের সমীক্ষা শেষ হয়েছে এবং রবিবার মধ্যম পর্যায়ের সমীক্ষা চলে।

ভোরে ভূমিকম্প চিনে, আহত অন্তত ১০ জন

বেজিং, ৬ অগস্ট: রবিবার ভোরে আচমকাই কেঁপে উঠল চিনের বিস্তীর্ণ অংশ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৫। ভূমিকম্পের জেরে ভেঙে পড়েছে বহু ঘরবাড়ি। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। তবে এখনও পর্যন্ত কারও মৃত্যুর খবর জানায়নি চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যম।রাজধানী বেজিং থেকে ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিণে ডেজহোউ সিটি। 'চায়না আর্থকোয়েক নেটওয়ার্ক সেন্টার' সূত্রে খবর, কাকভোরে ওই এলাকা কাঁপতে শুরু করে। সরকারি টিভি 'চায়না সেন্ট্রাল টেলিভিশন' (সিসিটিভি)-এ দাবি করা হয়েছে ভূমিকম্পের জেরে ভেঙে পড়েছে অন্তত ৭৪টি বাড়ি। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। তবে এখনও পর্যন্ত কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। সিসিটিভি সূত্রে খবর, ভূমিকম্প অনুভূত হতেই ঘরবাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা। তার মধ্যেই ভেঙে পড়তে থাকে একের পর এক বাড়ি। দেওয়াল থেকে ইট খুলে পড়ছে, তেমন ছবিও দেখা গিয়েছে সিসিটিভির সম্প্রচারে। কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হওয়ার পর কম্পন কমে। তার পরেই প্রশাসনের তরফ থেকে রাস্তার অবস্থা এবং রেল লাইনের অবস্থা যাচাই করা শুরু হয়। ডেজহোউ সিটিতে ৫৬ লক্ষ মানুষ বসবাস করেন। শহরের সর্বত্রই কম্পন অনুভূত হয়েছে।

অন্য দিকে, শনিবার রাতে আচমকাই কেঁপে ওঠে ভারতের রাজধানী দিল্লিও। জানা যায়, আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বত ছিল সেই কম্পনের উৎসস্থল। আচমকা ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন দিল্লিবাসী। দৌড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসেন তাঁরা। এ ক্ষেত্রেও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির কোনও খবর নেই।

কুনোয় পরপর চিতার মৃত্যু, দায়ী সংক্রমণ দাবি কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রীর

অন্যত্র চিতা নিয়ে যাওয়ার কথা ওড়ালেন ভূপেন্দ্র

জব্বলপুর, ৬ অগস্ট: চলতি বছরের মার্চ থেকে গত পাঁচ মাসে মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে ৩টি শাবক-সহ মোট ৯টি চিতার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কেন এই মৃত্যু? আবহাওয়ার সঙ্গে কি জুঝতে পারছে না নামিবিয়া থেকে আনা চিতারা? এসব প্রশ্ন উড়িয়ে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব দাবি করলেন, বর্ষায় পতঙ্গজনিত সংক্রমণের জেরেই চলতি সপ্তাহে ও গত মাসে চিতা দুটির মৃত্যু হয়েছে। শুধু তাই নয়, নামিবিয়া থেকে আগত চিতাদের আপাতত কুনো জাতীয় উদ্যান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেই বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী।

চলতি বছরের মার্চ থেকে গত পাঁচ মাসে কুনো জাতীয় উদ্যানে ৯টি চিতার মৃত্যু হয়েছে। আবহাওয়ার সঙ্গে যুঝতে না পেরেই নামিবিয়ার চিতাদের মৃত্যু হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবিও উঠেছিল। কিন্তু, সেই দাবি কার্যত খারিজ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। চিতাদের স্থান বদলের প্রশ্নে তিনি স্পষ্টত

বলেন, 'এরকম কোনও পরিকল্পনা নেই।' শেষ যে দু'টি চিতার মৃত্যু হয়েছে, সে প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরও বলেন, তবর্ষায় পতঙ্গজনিত কারণে সংক্রমণের জেরেই দুই চিতার মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া-সহ বিভিন্ন চিতা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সেই মতো পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। কুনোর সমস্ত বনাধিকারিক এবং পশু চিকিৎসকেরা ওই চিতাদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন বলেও জানান মন্ত্রী।

নামিবিয়া থেকে চিতা ভারতে নিয়ে এসে দেশে চিতার বংশবৃদ্ধি করানোর প্রকল্প নিয়েছে কেন্দ্র। এপ্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, 'আমরা এই প্রকল্পটি সফল করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী এবং বিষয়টির সঙ্গে গুরুতরভাবে জড়িত। এটা একটা দীর্ঘ সময়ের প্রকল্প, প্রতিটি চিতা আমাদের দায়িত্ব। আমরা সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রকল্পটি গ্রহণ করেছি। আমরা প্রকল্পটি সফল করবই।' প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রথম নামিবিয়া থেকে ৮টি চিতা কুনো জাতীয় উদ্যানে নিয়ে আসা হয়। তারপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে আরও ১২টি চিতা নিয়ে আসা হয়। তারপর গত মার্চে কুনোতে ৪টি শাবকের জন্ম হয়। কিন্তু, ইতিমধ্যে ৩ শাবক-সহ ৯ চিতার মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবারও একটি চিতার মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে কুনো জাতীয় উদ্যানে চিতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫।

৩ শতাংশ ডিএ বাড়তে পারে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের

নয়াদিল্লি, ৬ অগস্ট: কেন্দ্রের হারে ডিএ-র দাবিতে সরব পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীরা। এই নিয়ে আইনি লড়াই চলছে। সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন এই মামলা। ডিএ-র দাবিতে কলকাতায় শহিদ মিনারের নীচে সরকারি কর্মীদের একাংশের অবস্থান চলছে। এ রাজ্যের সরকারি কর্মীদের কপালে শিকে না ছিঁড়লেও, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর বোধহয় আসতে চলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ বৃদ্ধি করা হতে পারে। শীঘ্রই এই ঘোষণা করতে পারে নরেন্দ্র মোদি সরকার। রবিবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে এক কোটিরও বেশি কর্মীর ডিএ তিন শতাংশ বৃদ্ধি করা হতে পারে। এখন কেন্দ্রের সরকারি কর্মীদের ডিএ-র পরিমাণ ৪২ শতাংশ। নতুন করে বৃদ্ধি করা হলে, তা হবে ৪৫ শতাংশ। কর্মী এবং পেনশনভোগীদের ডিএ নির্ধারণ করা হয় উপভোক্তা মূল্য

সূচকের উপর ভিত্তি করে। শ্রম মন্ত্রকের 'লেবার ব্যুরো' প্রতি মাসে এই সূচক প্রকাশ করে। ডিএ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে 'অল ইন্ডিয়া রেলওয়েমেন ফেডারেশনে'র সাধারণ সম্পাদক শিবগোপাল মিশ্র বলেছেন, 'আমরা চার শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু সরকারের তরফে বলা হয়েছে তিন শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে।' বর্ধিত হারে ডিএ কার্যকর করা হবে চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে। শেষ বার গত মার্চ মাসে ডিএ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। যা কার্যকর করা হয়েছিল গত জানুয়ারি মাস থেকে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

টেন্ডার

লুই ব্রেল মেমোরিয়াল স্কুল, বিড়লা রোড, মাখলা, হুগলীর হোস্টেলের জন্য কাঁচা আনাজ, খাদ্য সামগ্রী, মুদিখানার দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য ১ বছর মেয়াদি দরপত্র ১৪ই অগাস্ট '২৩-এর মধ্যে আহ্বান করা হচ্ছে। চুক্তির মেয়াদ ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে কার্যকর। টেন্ডার বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।

স্বাঃ টিচার-ইন-চার্জ।

Office of the **PROSADPUR GRAM PANCHAYAT**
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad

NIeT. No. 03/PGP/15th FC/Un-Tied/2023-24, Date of publishing: **07/08/2023 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **07/08/2023 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **16/08/2023 up to 3.00 p.m.** Last date of Bid submission: **16/08/2023 upto 3.00 p.m.** Technical Bid opening date: **18/08/2023 at 3.30 p.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-
Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Office of the **PROSADPUR GRAM PANCHAYAT**
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad

NIeT. No. 04/PGP/15th FC/Tied /2023-24, Date of publishing: **07/08/2023 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **07/08/2023 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **16/08/2023 up to 3.00 p.m.** Last date of Bid submission: **16/08/2023 upto 3.00 p.m.** Technical Bid opening date: **18/08/2023 at 3.30 p.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-
Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Office of the **PROSADPUR GRAM PANCHAYAT**
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad

NIeT. No. 05/PGP/15th FC/Tied /2023-24, Date of publishing: **07/08/2023 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **07/08/2023 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **23/08/2023 up to 3.00 p.m.** Last date of Bid submission: **23/08/2023 upto 3.00 p.m.** Technical Bid opening date: **25/08/2023 at 3.30 p.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-
Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল-৮(৬) দ্রষ্টব্য] বিক্রয়

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নোটিশ

স্থাবর সম্পদের বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে** ২০.০৯.২০২৩ তারিখে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) শ্রী প্রণব ভট্টাচার্যি এবং শ্রীমতি ইন্দ্রানী ভট্টাচার্যি খ) ডায়মন্ড হারবার রোড ব্রাঞ্চ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ (৭৭০ বর্গফুট) উত্তর পূর্ব দিকে দ্বিতীয় তলে আশিয়ানা ফেজ-১ অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত জমি পরিমাণ কমবেশি ৩ কাঠা ১২ ছটাক ১০ বর্গফুট জমি এবং নির্মাণ আরএস দাগ নং ১২৫৭, ১২৫৭/২৭৬০, আরএস খতিয়ান নং ১২৪৭, মৌজা- আগরপাড়া, জেএল নং ১১, থানা- আগরপাড়া, এডিএসআর সোদপুর, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে হোল্ডিং নং ৫৭, ওয়ার্ড নং ৮, ৬ নং মহাজাতি নগর রোড,পানিহাটি পুরসভা অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে : পুর সড়ক (১২ ফুট), দক্ষিণে : শিবু নন্দীর (ইপি -২৬৬) ভবন, পূর্বে : পুর সড়ক (১৫ ফুট), পশ্চিমে : শ্রী চৌধুরী (ইপি ২৬৪) ভবন সমন্বিত।	১৪,৯৮,০৬৫.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ আটানব্বই হাজার পঁয়ষট্টি টাকা) ১০.১০.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ সহ।	ক) ১৫,৮৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50361821457 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (২০.০৯.২০২৩) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৭.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এলএন্ডটি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: 15শ দল, পিএস শ্রিজন টেক পার্ক, প্লট নং. 52, ব্লক ডিএন, সেক্টর V, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - 700 091, জেলা 24-পরগনা উত্তর।
CIN No.: U65910WB1993FLC060810
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এলএন্ডটি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এলএন্ডটি হাউসিং ফাইনান্স লি.এলএন্ডটি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এলএন্ডটি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এলএন্ডটি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুনপ্রূদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ		তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
			তারিখ	বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	
KOLHL18000515	1. রিক্রিয়েশেন বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড – ঋণগ্রহীতা 2. হেমন্ত সিকারিয়া সহ–ঋণগ্রহীতা হিসাবে 3. সুচি সিকারিয়া সহ–ঋণগ্রহীতা হিসাবে	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা – ইউনিট নং 505, 5ম তল, পরিসর নং 17, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট, থানা – পোস্তা, ওয়ার্ড নং 22, কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অন্তর্গত, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ	18.03.2020	05/03/2020 তারিখের হিসাবে টাঃ2822857.44/-	02/08/2023 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 06.08.2023
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এলএন্ডটি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০০০১

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV, [রুল-৮(১)]

যেহেতু, এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**শ্রী তাপস দত্ত (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত ইউ.সি. দত্ত, **ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৩এ, প্রেমিসেস নং ৭৩, রাজা রাম মোহন রায় রোড, থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা, পিন - ৭০০০৪১ এবং আরও নিক্কো হাউস, ২ হেয়ার স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **শাখা : নাকতলা শাখা**	২৭.০৪.২০২৩ এবং ০৫.০৮.২০২৩	**৩৯,৩৫,৪৯৩.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশ তিরানব্বই টাকা) টাকা ২৭.০৪.২০২৩ অনুযায়ী**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এরিয়া ১০৪১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ফ্ল্যাট নং ৩এ, অবস্থিত দক্ষিণ -পূর্ব দিকে (রাস্তা মুখী) সর্বোচ্চ তলে (জি-২ তলা ভবনে) দুই বেড রুম, এক লিভিং/ ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক ব্যালকনি, এক টয়লেট, এক ডব্লুসিএবং এক কার পার্কিং স্পেস এরিয়া ১৩০ বর্গফুট এমকেডি। সমন্বিত নং ২ একতলায় জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ২ ছটাক কমবেশি মৌজা- সিরিটি, জেএল নং ১১, তোজি নং ৩, ৩৫, ১৭৭, ৪১১, দাগ নং ৬০২ এর অংশ, খতিয়ান নং ৬৩৯, থানা- হরিদেবপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস -বেহালা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার প্রেমিসেস নং ৭৩, রাজা রাম মোহন রায় রোড, থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪১, ওয়ার্ড নং ১১৫, বোরো -১৩, অ্যাসেসি নং ৪১-১১৫-১২-০০৭৩-৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩, পৃষ্ঠা ১০৫২ থেকে ১০৭২ , দলিল নং ০১৬২৩ - ২০১৪ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-২, আলিপুর, শ্রীতাপস দত্ত, পিতা প্রয়াত ইউ সি দত্ত এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ২৫ দাগ নং ৬০২ অধীন ,দক্ষিণে : প্লট নং ২৩ দাগ নং ৬০২ অধীন, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ , পশ্চিমে : প্লট নং ২৮ এবং ২৯ অংশ দাগ নং ৬০২ অধীন সমন্বিত।
২.	**শ্রী সমরেশ প্রধান (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী পুলিন প্রধান, ঠিকানা - গ্রাম/পো.- রামনগর আবাদ, থানা - ঢোলাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৪৯ **শাখা : গুরুদাসপুর শাখা**	২৩.০৫.২০২৩ এবং ০৫.০৮.২০২৩	**২৭,৯১,৪৭১.০০ টাকা (সাতাশ লাখ একানব্বই হাজার চারশ একাত্তর টাকা) টাকা ২২.০৫.২০২৩ অনুযায়ী**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মাণ জমি পরিমাণ ১৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা- রামনগর আবাদ, জেএল নং ১৪৮, তৌজি নং ৩৭, আরএস খতিয়ান নং ৬২০, এলআর খতিয়ান নং ১২২৪ এবং ১২২৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং -১৬৮০, দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন ,জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা - ঢোলা, সাবেক পাথর প্রতিমা নথিভুক্ত উল্লেখ্য দান দলিল নং ০৩০১৩ তারিখ : ১৬.১২.২০১১ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩১, পৃষ্ঠা ৪৯৮ থেকে ৫০৫ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পাথর প্রতিমা - ২০১১ সালের,সম্পত্তি শ্রী সমরেশ প্রধানের নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : শিবপ্রসাদ ঘড়ই এবং অন্যান্য , দক্ষিণে : অমূল্য বারুই,পূর্বে : ক্যানাল, পশ্চিমে : নদী বাঁধ সীমা সমন্বিত।

তারিখ : ০৫.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
(পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)

ডুরান্ডে মোহনবাগানের কাছে ৫ গোল খাওয়া দলের বিরুদ্ধে ড্র ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে ০-৫ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ আর্মি। সেই দলকেই হারাতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। বাংলাদেশ আর্মির বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করল কার্লোস কুয়াদ্রাতের দল। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে গেলেও সেই ব্যবধান ধরে রাখতে পারল না লাল-হলুদ ব্রিগেড। শেষ দিকে পর পর দু'টি গোল খেয়ে পয়েন্ট নষ্ট করেই মাঠ ছাড়তে হল তাদের।

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আর্মি যতটা খারাপ খেলেছিল তার থেকে এই ম্যাচে তুলনায় কিছুটা ভাল খেলল তারা। বলা ভাল, তাদের খেলতে দিল ইস্টবেঙ্গল। কারণ, লাল-হলুদের এই দলের প্রায় সবাই নতুন। ফলে বোঝাপড়া হতে একটু হলেও সময় লাগল। দলের দুই বিদেশিই যে গোল করলেন সেটা দেখে স্বস্তি পাবেন লাল-হলুদের নতুন কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত। তবে তার মাঝেই কাঁটা হলে থাকল নিশু কুমারের লাল কার্ড। ডার্বিতে নিশুকে পাবেন না কুয়াদ্রাত।

ম্যাচের ৫ মিনিটেই বাংলাদেশ আর্মির গোলে বল জড়িয়ে দেন

ইস্টবেঙ্গলের জেভিয়ার সিভেরিয়ো। কিন্তু রেফারি গোল দেননি। উল্টে সিভেরিয়োকেই হলুদ কার্ড দেখান। পরে দেখা যায়, হাত দিয়ে গোল করেছেন তিনি। প্রথমার্ধের প্রথম ৩০ মিনিট কিছুটা অগোছাল খেলে দু'দল। প্রথম ম্যাচ হওয়ায় মাঝে মধ্যে ভুল হচ্ছিল লাল-হলুদ ফুটবলারদের। তবে তার সুবিধা নিতে পারেনি বাংলাদেশ।

৩১ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে লাল-হলুদের নিশুকে ফাউল করেন বাংলাদেশের ফুটবলার। পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। গোলরক্ষক আশরাফুল রানার ডান দিক দিয়ে গোল করেন সাউল ক্রেসপো। ৩৮ মিনিটে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন গুইতে পেকা। তবে বিরতির আগেই ব্যবধান বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। অধিনায়ক হরমোনজ্যোৎ খাবরার ক্রস থেকে হেডে গোল করেন সিভেরিয়ো। ২-০ এগিয়ে বিরতিতে যায় ইস্টবেঙ্গল।

দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের খেলা চলতে থাকে। গোল করার সুযোগও তৈরি করে লাল-হলুদ। তার মাঝেই ৬৭ মিনিটে বল ছাড়া প্রতিপক্ষ ফুটবলারকে কনুই দিয়ে মারায় লাল কার্ড দেখেন নিশু। ১০ জনে হয়ে যাওয়ায় কিছুটা রক্ষণাত্মক হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ফলে শেষ দিকে কয়েকটি আক্রমণ তুলে আনে বাংলাদেশ আর্মি। তার ফলও মেলে।

৮৭ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে থেকে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন শাহরিয়র ইমন। শেষ কয়েক মিনিট আরও চাপে পড়ে যায় লাল-হলুদ রক্ষণ। সংযুক্তি সময়ে খাবরার ভুল পাস ধরে গোল করে যান মেরাজ প্রধান। খেলা ড্র করে বাংলাদেশ আর্মি।

চাপ কমাতে ওডিআই বিশ্বকাপে দলের সঙ্গে মনোবিদ নিয়ে আসছে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: একে ভারতের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্যাচ, তার উপর মঞ্চটি ওডিআই বিশ্বকাপ। সেটিও আবার ভারতের মাটিতে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে লক্ষাধিক দর্শকের সামনে। অনেক সাহসী মানুষেরও বুক কাঁপতে বাধ্য। কীভাবে চাপ সামলাবে পাকিস্তান ক্রিকেট টিম? বেজায় চিন্তায় পাক ক্রিকেট বোর্ড। ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপ নিয়ে বেশ চিন্তিত পিসিবি। বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদিদের চাপ কমাতে দলের সঙ্গে মনোবিদ পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ। বিষয়টি এখনও ভাবনাচিন্তার পর্যায়ে রয়েছে। ক্যাপ্টেন বাবর আজমের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে পিসিবি। বাবর বর্তমানে লঙ্কা প্রিমিয়র লিগে কলম্বো স্ট্রাইকারের হয়ে খেলছেন। পিসিবির এক কর্তা বলেছেন, তজাকা আশরাফ মনে করছেন যে ক্রিকেটারদের সঙ্গে একজন মনোবিদ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভারত সফরে ঘরে বাইরের চাপ কমাতে সাহায্য করবেন মনোবিদ।দ

২০১৬ সালের পর বিশ্বকাপের জন্য ভারত সফরে আসছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। পাকিস্তান টিমের মনোবিদের দ্বারস্থ হওয়া এই প্রথম নয়। ২০১১ সালের ওডিআই

বিশ্বকাপে ভারতে আসার আগে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ স্কোয়াডের সঙ্গে মনোবিদের সেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া ২০১২-১৩ সালে পাকিস্তানের ভারত সফরে এসেছিলেন বিখ্যাত মনোবিদ মকবুল বাবরি। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে বাবর আজমরা হায়দরাবাদ, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই এবং আমেদাবাদে খেলবে। আর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই পাহাড় প্রমাণ চাপ। পিসিবি সভাপতি জাকা আশরাফের ধারণা, মিডিয়া এবং সাধারণ সমর্থকরা পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সদস্যদের চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে।

ক্যাপ্টেন বাবর আজমের সম্মতি পেলেই তবেই এগোবে পিসিবি। বাবর বর্তমানে শ্রীলঙ্কা প্রিমিয়র লিগে খেলছেন। ফাইনাল-সহ ২০২৩ এশিয়া কাপের বেশিরভাগ ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত হতে চলেছে। তাই বেছে বেছে লঙ্কা প্রিমিয়র লিগকে বেছে নিয়েছেন পাক ক্যাপ্টেন। এছাড়া শাহিন শাহ আফ্রিদি দ্য হান্ড্রেড এবং মহম্মদ রিজওয়ান খেলছেন গ্লোবাল টি ২০ লিগ কানাডায়।

প্রতিযোগিতা চলাকালীন গাড়ি দুর্ঘটনা, প্রয়াত নবীন রাইডার শ্রেয়স হরিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেসিং ট্র্যাকে বাইক দুর্ঘটনা একেবারেই নতুন ঘটনা নয়। সেই গাড়ি দুর্ঘটনার ফলে প্রাণহানিও নতুন ঘটনা নয়। রেসিং ট্র্যাকে ব্রাজিলিয়ান তারকা ড্রাইভার আয়ারটন সেনার স্মৃতি ফের একবার ফিরে এল। রেসিং প্রতিযোগিতা চলাকালীন ঘটে যায় দুর্ঘটনাটি। আর সেই দুর্ঘটনার ফলেই প্রাণ হারাতে হল নবীন রাইডার শ্রেয়স হরিশকে। মাদ্রাজ মোটর স্পোর্টস আয়োজন করেছিল এই প্রতিযোগিতার। আর সেখানেই ঘটে গিয়েছে এই দুর্ঘটনা। এই ঘটে যাওয়া ঘটনার ফলে শনিবার এবং রবিবারের সব রেসিং বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মাদ্রাজ ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল জাতীয় মোটরসাইকেল রেসিং প্রতিযোগিতা। সেখানেই রুকি বিভাগে অংশ নেয় বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা শ্রেয়স। কিন্তু প্রথম পর্বে কোনও সমস্যা না হলেও শ্রেয়সের বাইক বিপদের মুখোমুখি হয় খানিক্ষণ বাদে। তারপরেই দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয় ওই রেসার। মাথায় গুরুতর চোট পায় সে। চেন্নাইয়ের ইরুংগাট্টুকোট্টাই থেকে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে স্থানীয় একটি হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ট্রমা কেয়ারে চিকিৎসা চলার পরে মৃত্যু হয় শ্রেয়সের। বাইক রেসারের মৃত্যুর ঘটনায় ওই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে উঠেছে গাফিলতির অভিযোগ। কেন খেলতে নেমে মৃত্যু হবে খেলোয়াড়ের, প্রশ্ন উঠেছে এনিয়েও। এমনকি ওই একই জায়গায় গত জানুয়ারি মাসেও এক গাড়ি রেসারের মৃত্যু হয়, বিতর্ক শুরু হয়েছে তা নিয়েও। যদিও উদ্যোক্তাদের দাবি, 'অত্যন্ত দুঃখ জনক ঘটনা। কিন্তু আমাদের তরফে ওর প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।'

বেঙ্গালুরুর কেশরি স্কুলের ছাত্র শ্রেয়স হরিশ। ছোট থেকেই খেলাধূলায় আগ্রহী ছিল সে। দেশ, বিদেশের একাধিক প্রতিযোগিতা সাফল্য পেয়েছে ওই কিশোর। বাইক রেসিংয়ের রুকি বিভাগেও সুনাম ছিল তার।

'বেঙ্গালুরু কিড' নামেও জনপ্রিয়তা ছিল তার। এমনকী গত মে মাসে আন্তর্জাতিক বাই রেসিং মঞ্চেও প্রথম ভারতীয় হিসেবে সুযোগ পায় শ্রেয়স। এমন এক উজ্জ্বল প্রতিভার অকালে হারিয়ে যাওয়া, মেনে নিতে পারছেন না তাঁর প্রতিবেশীরাও।

'আমি তো বাড়িতে বসে নেই', নিয়মিত একাদশে সুযোগ না পেয়ে বিচলিত নন চাহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: গায়ানা ভারতীয় ক্রিকেট বর্তমানে ক্রিকেট বিশ্বে তরঙ্গ তৈরি করেছে। টিম ইন্ডিয়ায় প্রতিভার কমতি নেই। সিনিয়র, জুনিয়র মিলিয়ে অন্যতম শক্তিশালী দল ভারত। যার যেখানে যত বেশি প্রতিভা, সেখানে একাদশ বাছতে তত বেশি সমস্যা। ছন্দে থাকা ক্রিকেটাররাও যার ফলে নিয়মিত একাদশে সুযোগ পান না। ভারতীয় লেগ-স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহালের কথাই যদি বলা হয়, তিনি টিম ইন্ডিয়ার একাদশে নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছেন না। তিনি তাঁর কারণ সম্পর্কেও জানেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচের আগে চাহাল টিম ইন্ডিয়ার একাদশে নিয়মিত সুযোগ না পাওয়া নিজের নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

ঠিক ছ'মাস পর জাতীয় দলে কামব্যাক হয়েছে যুজবেন্দ্র চাহালের। মে মাসে শেষ বার আইপিএলে খেলেছিলেন চাহাল। তারপর ৩ অগস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২২ গজে ফিরেছেন চাহাল। শুধু ফিরেছেন না বলে, বরং বলা ভালো নীল জার্সিতে কামব্যাত হয়েছে চাহালের। জানুয়ারিতে শেষ বার ভারতের মাটিতে আন্তর্জাতিক টি-২০ এবং ওডিআই ম্যাচে খেলেছিলেন চাহাল। এরপর আর সুযোগ মেলেনি। যদিও ভারতের একাদশে নিয়মিত সুযোগ না পাওয়া নিয়ে বিচলিত নন চাহাল। বরং তিনি জানান, টিম কম্বিনেশনই আসল।

'জাতীয় শিবিরের জন্য ফুটবলার ছাড়ুন' আইএসএল ক্লাবগুলিকে অনুরোধ স্টিমাচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সামনে বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ ও এএফসি এশিয়ান কাপের মত গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। তার আগে দীর্ঘমেয়াদি শিবির করতে চান জাতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ। কিন্তু আইএসএলের ভরা মরশুমে বেশিদিনের জন্য ফুটবলার ছাড়তে রাজি নয় একাধিক আইএসএল ক্লাব। মুম্বই সিটি এফসি এবং ইস্টবেঙ্গল লিখিতভাবে জানিয়েছে তারা ফুটবলার ছাড়তে অপারগ। বাধ্য হয়ে আসরে নামলেন স্টিমাচ খোদ।

রীতিমতো অনুরোধের সুরে জাতীয় দলের কোচকে অনুরোধ করতে হল, আইএসএলের ক্লাবগুলি যাতে জাতীয় শিবিরের জন্য ফুটবলার ছাড়ে। শনিবার এক বার্তায় স্টিমাচ লেখেন, এই শিবিরের ফলে আগামী টুর্নামেন্টগুলোতে জাতীয় দল ভাল ফল করবে বলে তাঁর আশা। তাই তাঁর অনুরোধ, ক্লাবগুলো যাতে প্লেয়ার ছাড়ে দীর্ঘ শিবিরের সময়। জাতীয় দলের কোচ বলেন, দভারতীয় ফুটবল এখন গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে আমরা প্রচুর পরিশ্রম করছি। তাই ক্লাবগুলির কাছে সহযোগিতা আশা করছি।

দীর্ঘ টুইটে স্টিমাচ বলেন, তআমাদের সামনে একাধিক বড় প্রতিযোগিতা রয়েছে। দেশের সেরা ফুটবলারদের আমরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামাতে চাই। এশিয়া এবং বিশ্বের সেরা ফুটবলারদের বিরুদ্ধে খেলে দেখিয়ে দিতে চাই যে আমাদের হালকাভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। আপনারা জানেন, বড় প্রতিযোগিতার আগে দীর্ঘ প্রস্তুতি নেওয়া কতটা প্রয়োজন। প্রস্তুতি কম হলে ভাল ফলের সম্ভাবনা কমে। আশা করি ভাল ফল করে আপনাদের সাহায্যের মর্যাদা রাখব।দ উল্লেখ্য, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে এ বারের আইএসএল শুরু হবে। চলবে পরের বছর মার্চ মাস পর্যন্ত। এর মাঝেই এশিয়ান কাপ এবং বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচগুলি হবে। অর্থাৎ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রতিযোগিতার আইএসএলের মাঝপথে সুনীলদের জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাকতে চান স্টিমাচ। তাতেই আপত্তি জানিয়েছিল আইএসএলের ক্লাবগুলি।

ঘুড়ে দাঁড়াতে প্রস্তুত দল, তার আগে গায়ানায় ভারতীয় হাই কমিশনে টিম ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: গায়ানা রবিবার গায়ানায় ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ। ৫ ম্যাচের সিরিজে প্রথম ম্যাচ হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুড়ে দাঁড়িয়ে সিরিজে সমতা ফেরাতে মরিয়া হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে নামার আগে বিশেষ অভ্যর্থনা পেল ভারতীয় ক্রিকেট দল। গায়ানায় ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে টিম ইন্ডিয়া। সেই ছবি বিসিআইয়ের তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়।

বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে মোট চারটি ছবি শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে পুরো দলকে নির্দিষ্ট পোশাকে দেখা যায়। দেখা যাচ্ছে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া এবং প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হাইকমিশনারের ড. কেজে শ্রীনিবাসের সঙ্গে করমর্দন করছেন। বিসিসিআই ট্যুইট করে ক্যাপশনে লেখে, 'ড. কে জে শ্রীনিবাস ভারতীয় হাই কমিশনার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার আগে ভারতীয় দলকে স্বাগত জানিয়েছে ভারতীয় হাই কমিশনারেট।' ভারতীয় দলকে যেভাবে হাই কমিশনের তরফ থেকে স্বাগত জানানো হয়েছে তাতে খুশি গোটা দল।

বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে মোট চারটি ছবি শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে পুরো দলকে নির্দিষ্ট পোশাকে দেখা যায়। দেখা যাচ্ছে ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া এবং প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হাইকমিশনারের ড. কেজে শ্রীনিবাসের সঙ্গে করমর্দন করছেন।

পাস করে গেল একানা স্টেডিয়াম, আইসিসির সবুজ সঙ্কেত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওডিআই বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য সবুজ সঙ্কেত পেয়ে গেল লখনউয়ের একানা স্টেডিয়াম। আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের ১৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল ভারতের বিশ্বকাপ ভেনুগুলির পরিদর্শনে এসেছে। শুক্রবার সবার প্রথমে লখনউয়ের অটল বিহারী বাজপেয়ী স্টেডিয়ামে (একানা) পৌঁছয় টিম। স্টেডিয়ামের ৯টি পিচ পরিদর্শন করে আইসিসির প্রতিনিধিদল। সূত্রের খবর, একানার সবকটি পিচই ম্যাচের উপযোগী বলে জানিয়েছে আইসিসি। স্টেডিয়ামের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আইসিসির পরামর্শমতো কাজ হচ্ছে কি না সেটাও দেখা হয়।

স্টেডিয়ামে পৌঁছে কভার সরিয়ে সবকটি পিচ খুঁটিয়ে দেখেন টিমের সদস্যরা। এর পাশাপাশি কিউরেটরকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন তাঁরা। ৫০ হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট

স্টেডিয়ামে বসার জায়গা-সহ বাকি সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখা হয়। জ্বালিয়ে দেখা হয় ফ্লাডলাইট। বিশ্বকাপের সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় অত্যাধুনিক ড্রেনেজ সিস্টেম আছে কি না তা দেখে গিয়েছেন আইসিসির প্রতিনিধিরা। স্টেডিয়াম এবং ইউপিসিএ-র কর্তারা আইসিসির প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছেন, বৃষ্টির পর আধঘণ্টার মধ্যে ম্যাচ শুরু করে দিতে সক্ষম তাঁরা। পিচ দেখার পর চার তলা স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ড ফ্লোরে যে মেডিকেল এবং আম্পায়ারদের রুম রয়েছে সেটিও ঘুরে দেখে আইসিসির টিম। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ড্রেসিংরুম, তৃতীয় তলায় প্ল্যাটিনাম লাউঞ্জ এবং ওনার্স লাউঞ্জ এবং কর্পোরেট বক্স রয়েছে। চতুর্থ তলায় রয়েছে সাউথ প্রেসিডেন্সিয়াল গ্যালারি। গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে টিমগুলির থাকার ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখা হয়।

একানা স্টেডিয়ামের পর চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা এবং তিরুবনন্তপুরমেও পরিদর্শনে যায় প্রতিনিধিদল। তিরুবনন্তপুরম স্টেডিয়াম নিয়ে খুব একটা খুশি নন আইসিসির প্রতিনিধিরা। গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামের কর্পোরেট বক্স-সহ বেশ কিছু জায়গায় পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছে আইসিসি। এদিকে শনিবার ইডেন গার্ডেন্স পরিদর্শন করে গিয়েছেন আইসিসির প্রতিনিধিরা। ইডেনের প্রস্তুতি দেখে আইসিসি এবং বিসিসিআই কর্তারা সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

অবসরের ৩ দিন পর ইতালি দলে নতুন ভূমিকায় বুফন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৮ বছরের ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন দিন তিনেক হলো। তবে জিয়ানলুইজি বুফন ফুটবলকে আর বিদায় বলতে পারেননি। বিদায় বলেছেন শুধু ওই গ্লাভস জোড়াকেই। মাঠের ফুটবলকে বিদায় জানানোর তিন দিন পরই ইতালির ফুটবল দলের 'হেড অব ডেলিগেশন' হলেন এই কিংবদন্তি। একই সঙ্গে কোচ রবার্তো মানচিনির সহকারী হিসেবেও কাজ করবেন তিনি।

এর আগে ইতালি দলের হেড অব ডেলিগেশনের দায়িত্বে ছিলেন ইতালির ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার জিয়ানলুকা ভিয়াল্লি। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তিনি। এর পর থেকে ইতালি জাতীয় দলে এই দায়িত্বে কেউ ছিলেন না। বুফন ইতালি জাতীয় দলের হয়ে ১৯৯৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত খেলেছেন মোট ১৭৬ ম্যাচ, যা ইতালির হয়ে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড। জিতেছেন ২০০৬ বিশ্বকাপ। হেড অব ডেলিগেশনের দায়িত্ব পেয়ে বুফন গতকাল বলেছেন, 'নীল জার্সি আমার জীবনের অংশ।' টুইটারেও নিজের অভিব্যক্তি জানিয়েছেন ইতালির এই কিংবদন্তি, 'জাতীয় দলে ফিরছি। কারণ, ৩০ বছর আগে যে শিশুটা কোভারসিয়ানো গেট পার হয়েছিল, এখনো সে ইতালির সমর্থকদের সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে চায়।' ইতালির ফুটবল ফেডারেশনও বুফনকে এ দায়িত্ব দিয়ে উচ্ছ্বসিত,

'ইতালির ফুটবলের জন্য এটা একটি বিশেষ দিন। কারণ, বুফন ঘরে ফিরেছে।' সেপ্টেম্বরে ইউরো বাছাইপর্ব দিয়ে নতুন দায়িত্ব বুঝে নেবেন বুফন। তখন নর্থ মেসিডোনিয়া ও ইউক্রেনের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে ইতালি। কখনো ইতালির হয়ে ইউরো না জেতা বুফনের নতুন ক্যারিয়ার শুরু হতে যাচ্ছে ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের বাছাইপর্ব দিয়ে। খেলোয়াড়ি জীবনের আফসোস কি 'হেড অব ডেলিগেশন' হয়ে মেটাবেন বুফন! ২ আগস্ট 'সুপারম্যান' বুফনও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়ে মাঠের ফুটবলকে বিদায় বলেন। 'এখানেই সমাপ্তি' শিরোনামে দেওয়া একটি পোস্টের সঙ্গে জুড়ে দেন ২৮ বছরের ক্যারিয়ারের নানা মুহূর্তের ঝলকানি দিয়ে তৈরি একটি ভিডিও।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**